উত্তরা

ক্যালকাটা থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—রবিবার, ৭ই আগষ্ট, ১৯৩৮

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার, ১৮ই মে, ১৯৪০

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

ষ্টার থিয়েটারের

সংগঠনকারিগণ

সত্ত্বাধিকারী	...	সলিলকুমার মিত্র বি-কম
অধ্যক্ষ	...	জ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র
প্রয়োগশিল্পী	...	কালিপ্রসাদ ঘোষ। বি এস-সি
মঞ্চশিল্পী	...	পরেশ বসু
নৃত্যশিল্পী	...	সাতকড়ী গাঙ্গুলী
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক	...	যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
রূপ সজ্জাকর	...	নন্দলাল গাঙ্গুলী
যন্ত্রীসঙ্ঘ	..	বিদ্যাভূষণ পাল, কালিদাস ভট্টঃ, মথুরামোহন শেঠ, ললিতমোহন বসাক, বনবিহারী পাল, বসন্ত মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা লিপি

শ্রীকৃষ্ণ		ভূপেন চক্রবর্ত্তী
ভীষ্ম	...	পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
দ্রোণ	...	অমূল্য মুখার্জ্জি
ধৃতরাষ্ট্র	...	গোষ্ঠ ঘোষাল
যুধিষ্ঠির	...	সনৎ মুখার্জ্জি
ভীম	...	গোপাল ভট্টাচার্য্য
অর্জ্জুন	...	অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘটোৎকচ	...	জীবন গাঙ্গুলী
অভিমন্যু	...	দেবীদাস (পরে মঙ্গল চ
দুর্য্যোধন	...	জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি

দুঃশাসন	...	উমাপদ বসু
শকুনি	...	মুরারী মুখার্জ্জি
জয়দ্রথ	...	বিমল ঘোষ
কপিল	...	জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
বিরাট	...	রবি রায় চৌধুরী
উত্তর	...	মঙ্গল চক্রবর্ত্তী (পরে মণি চ্যাটার্জ্জি)
ঘণ্টাকর্ণ	...	রণজিৎ রায়
লম্বোদর	...	বিষ্ণু সেন
অবশিষ্ট ভূমিকায়	...	রতন সেন, ভোলানাথ চৌধুরী নলিন বাগ, কৃষ্ণ বন্দ্যোঃ, প্রসাদ বিশ্বাস, অনিল রায় ইত্যাদি।

* *
*

দ্রৌপদী	...	মিস্ লাইট্
সুভদ্রা	...	সত্যবালা
উত্তরা	...	শেফালিকা (পুতুল)
রোহিণী	...	রাজলক্ষ্মী
ধরিত্রী	...	দুর্গারাণী
মীরা	...	লীলাবতী
অবশিষ্ট ভূমিকায়	...	দুনিয়াবালা, সরসী, তারকবালা, রবি, বীণা (৩ জনা), শেফালি (বোদা), আশা, হাসি, লীলা, ইরা, পারুল, শান্তি, কমলা ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুষ্পিত বনভুমি; দূরে জাহ্নবীর জলধারা। উত্তরা পাষাণবেদীতে বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল।

উত্তরার সখীদের গান

ওলো ফুল ফুটেছে বনে বনে
ভুল জুটেছে মনে মনে,
এলো চুল লুটেছে কুঞ্জপথে
ফুল-বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে।

বালা গাঁথছে মালা ফুলে ফুলে
কালা পাষাণ থাকে ভুলে ভুলে,
সখি, দেবতা যদি মানুষ হ'ত
জাগত দয়া প্রাণের কোণে।

বধুর যৌবন হায় জাগল না'ক
মধুর প্রেমের কোকিল ডাকল না'ক
ছবি রঙ্‌ দিয়ে কেউ আঁকল না'ক
অশোক পলাশ মুঞ্জরণে॥

উত্তরা। মীরা,—

মীরা। মালা গাঁথা শেষ হ'ল সখি?

উত্তরা। হ'ল শেষ ; এইব'রে আয় তোরা—
জাহ্নবীর পুণ্য-নীরে স্নান সমাপিয়া
মহেশ্বরে করিব অর্চ্চনা।

মীরা। আমি কিন্তু সখি, ভাবিয়া অবাক হই
স্বপ্নে কেন ইষ্টদেব করিলা নির্দ্দেশ
এই বনে পতি লাভ হইবে তোমার!
রাজ্যে নহে·· নহে লোকালয়ে—
শ্বাপদসঙ্কুল এই নিবিড় কানন
মানুষের নাহি হেথা কভু সমাগম ;
তাই শঙ্কা হয় প্রাণে—

উত্তরা। কিসের আশঙ্কা সখি?
হিংস্রজন্তু? দানব? রাক্ষস?
মনে নাই, ক্ষণ পূর্ব্বে আসি হেথা
বন অধিষ্ঠাতা সেই শালপাংশু বিরাটপুরুষ
মোদের রক্ষণভার স্ব ইচ্ছায় করেছে গ্রহণ।
আর তবে কারে ডর?
আয় সখি, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে—

(সকলের প্রস্থান ; অপরদিক হইতে
অভিমন্যু ও ঘটোৎকচের প্রবেশ)

অভি। কহ সত্য, কেবা তুমি?

ঘটো। বলেছি তো, বনচারী অনার্য্য রাক্ষস—

অভি। না, না, কভু নহে ;
দেব-নরে-সুদুর্ল্লভ হেন শক্তি কভু

অনার্য্যের করায়ত্ব নহে !
দ্বারাবতী তেয়াগিয়া রথ আরোহণে—
চলেছিনু বিরাট নগরে।
বনপথে অকস্মাৎ কেশবের রথ
অলক্ষ্য হইতে তুমি অন্তরাল করি'
দাঁড়াইলে সম্মুখে আমার !
"ছাড় পথ, পথ ছাড়" বারম্বার কহিনু ডাকিয়া...
শুনিলে না কোন্ কথা !
শুধু হেরিলাম—
স্ফুরিত অধরে আর নয়নে তোমার—
অই—অই মত রহস্যের হাসি !
বীরত্বে, পৌরুষে দিলে প্রচণ্ড আঘাত—
ক্রুদ্ধসিংহ সম তাই
রথ হতে ঝম্প দিয়া পড়িলাম ভূমে
দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভেটিতে তোমারে !
কিন্তু কী আশ্চর্য্য !
কেশব-প্রদত্ত-শিক্ষা, মল্লবিদ্যা শিক্ষা যত
বলভদ্র পাশে—
সকল স্তম্ভিত করি আঁখির নিমেষে
অবহেলে তুমি মোরে বক্ষে তুলে নিলে !

ঘটো। হাঃ হাঃ হাঃ

অভি। না না...মানিব না পরাজয় ;
শক্তি নহে, নহেক পৌরুষ—
রাক্ষসী-মায়ায় মোরে করেছ স্তম্ভিত !

হে রাক্ষস, বীরত্বের গর্ব্ব থাকে যদি
সর্ব্ব মায়া পরিহরি
দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেহ তবে অর্জ্জুন-নন্দনে।

ঘটো। অর্জ্জুন-নন্দন তুমি!

অভি। হ্যাঁ, চমৎকৃত কেন বীর?
কালান্তক রূপে তব সম্মুখে দাঁড়ায়ে
রণ মাগে অভিমন্যু—অর্জ্জুন-নন্দন!

ঘটো। অভিমন্যু! অর্জ্জুন-নন্দন!
অনুমান মিথ্যা নহে মোর। হাঃ হাঃ হাঃ।
ওরে ভাই, রণ চাস? রণ চাস্ তুই?
দিব রণ···দিব প্রাণ চাহিস যদ্যপি।
কিন্তু তার আগে আয় একবার—
কাঁধে তুলে নিয়ে তোরে
মহোল্লাসে নেচে আসি বন-বনান্তরে!
আয়···আয় ভাই—

অভি। ভাই! তব মুখে ভ্রাতৃ-সম্বোধন!

ঘটো। কেন, বিস্ময় কি আছে তাহে?
ওরে অভি, আমি তোর···আমি তোর—
(উচ্ছ্বাস দমন করিয়া।
পাণ্ডবেরে ভালবাসি কিনা—
উল্লাসে পাগল হয়ে
তাই তোরে ভাই বলে ডাকি।
অভিমন্যু, রাগ করিয়ো না তুমি, লজ্জা করিয়ো না,
চারিদিকে ঘোর বন···
অনার্য্য রাক্ষস মুখে ভ্রাতৃ সম্বোধন—

কেহ শুনে নাই হেথা,—
শুধু তুমি, আমি,
আর শুনেছেন সেই কৃষ্ণ অন্তর্য্যামী।

অভি। কী আশ্চর্য্য ! অন্তর কহিছে যেন—
এ অনার্য্য আর্য্যোত্তর, পূজনীয় মম !
নাহি জানি—
অজ্ঞাতে বলিনু কারে বহু কটুবাণী !

ঘটো। কী ভাবিছ অভিমন্যু ?
চলে এসো ত্বরা ; এ বনের আমি রাজা—
সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকেরা
সবে মোর প্রজা ;
এসো, পরিচয় দিব করাইয়া তাহাদের সাথে।

(চলিতে চলিতে নেপথ্যে চাহিয়া)

ভাল কথা…অভিমন্যু,—
দেখ্ দেখ্ দেখ্ অই—

অভি। একি ! মূর্ত্তিমতী উষা যেন দিল দেখা
উদয় অচলে !
চন্দন-চর্চ্চিত ভালে, রক্ত পট্টাম্বরে,
ললিত ঝঙ্কার তুলি চরণ-মঞ্জীরে—
কে আসিছে সদ্য-স্নাতা লাবণ্য—প্রতিমা !
কহ ভদ্র, জানো যদি কে ঐ কিশোরী ?

ঘটো। পরিচয় নাহি জানি ;
আমি শুধু জানি—
অই মালা নিয়ে যেতে আসিতেছে বালা—

(উত্তরা বেদী'পরে পুষ্পমাল্য রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা দেখাইয়া দিতে অভিমন্যু মালা তুলিয়া গলায় পরিল)

অভি। মালা ! বাঃ, যত শোভা—
গন্ধ তার আরও বহুগুণ—

(ছুটিয়া উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। কি করিলে…কি করিলে অবোধ পথিক !
শিব-পূজা তরে আমি গেঁথেছিনু মালা—
সে মালা পরিলে গলে এত দুঃসাহস !
(ঘটোৎকচকে) তুমিই না বন-অধিষ্ঠাতা !
বলেছিলে, রক্ষক হইয়া তুমি রহিবে হেথায় ;
তোমারি সাক্ষাতে মোর মালা হ'ল চুরি !

ঘটো। ওঃ, সত্য বটে, হয়েছে অন্যায়…
ভীষণ অন্যায় ! কিন্তু মাগো—
আমারে দুষিছ তুমি শুধু অকারণ ;
শোনা যায়, শিব নাকি এক কালে
ধ্বক্ ধ্বক্ কপাল আগুনে
মদনেরে ভস্ম করেছিল।
তাই আমি মনে ভাবিলাম—
শিবে তুষ্ট করি, তুমি তারে পুনরায়
দিয়েছ বাঁচায়ে।
দেহধারী সে মদন মালা তুলে নিল,
তাহে দোষ কিবা ?

উত্তরা। চমৎকার ! পূজা নাহি শেষ হতে—
শিব তুষ্ট হল !

ঘটো। হয়…হয়…মাগো, তাও হয়।
থাকিলে মনের ভক্তি—
পূজার আগেই এসে ঠাকুর আপনি
নৈবেদ্যের চাল কলা সব খেয়ে যায়।
ও, প্রত্যয় হল না বুঝি ?
দেখ, দেখ তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ,—
ডেকেছ কি ডাক নাই—
অমনি আসেন কৃষ্ণ এইদিক পানে !
অভিমন্যু, ভাই,—
কদর্য্য অনার্য্য এবে লুকাইল বনে ;
যথাকালে আবার মিলিব।

[প্রস্থান

উত্তরা। অভিমন্যু ! অর্জ্জুন-নন্দন তুমি !

অভি। অনুমান সত্য দেবী ; তুমি ?

উত্তরা। চিনিবে না মোরে,—
আমি কিন্তু চিনেছি তোমারে !
বহুদিন শুনিয়াছি তোমার কাহিনী
আর্য্য বৃহন্নলা মুখে !
কতদিন শুনিতে শুনিতে—
আকুল অন্তর মোর
অলক্ষ্যে চলিয়া গেছে দ্বারাবতী পানে—
হে কুমার, তোমারি সন্ধানে !
হয়তো ভেবেছি কভু—এমনি বিজনে
চকিতে হইবে দেখা দোঁহে সঙ্গোপনে !

তুমি চাবে চলে যেতে,
মৌন-আঁখি মোর—
তোমার নয়নে চাহি কাঁদিয়া কহিবে—
"হে পান্থ বিদেশী,—
ক্ষণিক বিশ্রাম করো তরুতলে বসি,"...
উত্তরার সে মিনতি এতদিনে শুনিলে কুমার

অভি। উত্তরা! তবে তুমি বিরাট নন্দিনী!
কি আশ্চর্য্য। হে কিশোরী,—
নহ তুমি অচেনা আমার!
যেদিন প্রথম মাতুল গোবিন্দ মুখে—

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। রক্ষা কর গুণধর ভাগিনেয় মোর,
যা করিবে কর নিজে—
মাতুল গোবিন্দ-মুখে করিতে চেয়োনা আর
কলঙ্ক লেপন! হায়...হায়—
আমি ভেবে মরি—বনপথে অকস্মাৎ
কি কারণে ভাগিনেয় হ'ল অন্তর্দ্ধান!
কিন্তু হেথা এসে দেখি—
বলি, শুন সুবদনি,—
নিতান্ত সুবোধ শিশু ভাগিনেয় মোর—
এরে ছেড়ে দাও!

উত্তরা। কিন্তু ও যে চোর—

অভি। না—না—মিথ্যা কথা—

শ্রীকৃষ্ণ। আহা, লজ্জা কিবা তাহে?

চৌর্য্য-বিদ্যা—সেতো শ্রেষ্ঠ বিদ্যা—
বিশেষতঃ রমণী হরণ !
শুন ধনি,—
ষোড়শ শতেক নারী করিয়া হরণ—
অর্জ্জুনেরে শিক্ষা দিনু চৌর্য্যের কৌশল ;
তারপর একদিন—
আমারি উপরে সখা বিদ্যার পরীক্ষা দিল
আমারি ভগিনী সুভদ্রা হরিয়া !
সেই চৌর-শ্রেষ্ঠ, পুণ্যকীর্ত্তি সখা ধনঞ্জয়—
ইনি তার সুযোগ্য সন্তান ;
চৌর্য্যের অপূর্ব্ব শিক্ষা—
বহে এঁর শিরায় শিরায় !

অভি। মাতুল—

শ্রীকৃষ্ণ। তবে থাকুক সে সব কথা ;
জানি ভাল, মোর যুক্তি কারো নাহি
হবে মনোমত।
এসো দোঁহে সঙ্গে মোর—
বিরাট সভায় হবে দুজনার চৌর্য্যের বিচার।

(উত্তরা অভিমন্যুকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান ; পশ্চাতে মহানন্দে হাসিতে হাসিতে ঘটোৎকচ তাঁহাদের অনুসরণ করিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিরাট নগর, প্রাসাদ অলিন্দ

বিরাট ও উত্তর

বিরাট। নিশা শেষে গেল কন্যা মহেশে পূজিতে,
বেলা দ্বিপ্রহর প্রায়; এখনো এল না!
রে উত্তর,—একি বিপরীত বুদ্ধি তোর?
কোন্ প্রাণে ঘোর বনে উত্তরারে একাকী ফেলিয়া—
গৃহে ফিরে এলি তুই?

উত্তর। শুন তাত, কহি সবিশেষ;
বনপথে দেখা হল
মহাবীর্য্যবান্ এক রাক্ষসের সাথে।
অনার্য্যের বেশ তাঁর, কিন্তু জ্ঞান হয়—
ছদ্মবেশী দেবতা নিশ্চয়।
সুমিষ্ট মধুর ভাষে সম্বোধিয়া মোরে।
কহিলেন "মহাত্মন্—
ভগিনীর তরে তব কোনো চিন্তা নাই;
আপন জননী সম রক্ষিব তাঁহারে।"
তাই আমি—

বিরাট। ধিক্ তোরে বুদ্ধিহীন সন্তান আমার;
মায়াবী রাক্ষস তোরে করেছে ছলনা!
নাহি জানি এতক্ষণে ঘটিল কি
মহা সর্ব্বনাশ! রে উত্তর,—
দ্রুতগামী বায়ুরথে বনদেশে করহ গমন,
সঙ্গে লও তীক্ষ্ণধার আয়ুধ কৃপাণ,—

যাও শীঘ্র যাও,
রাক্ষস-কবল-মুক্ত কর ভগিনীরে।

(উত্তরের প্রস্থান ; অপর দিক হইতে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

যুধি। কি কারণ চিন্তান্বিত বিরাট নৃপতি!
পুত্রে তব কোথায় প্রেরিলে ?

বিরাট। ধর্ম্মরাজ, উপস্থিত বুঝি মোর মহা সর্ব্বনাশ!
নিশা শেষে গেল কন্যা শঙ্করে পূজিতে,
এখনো এল না ফিরে! ভয় হয়—
না জানি কি বিপদ ঘটিল।

ভীম। কিসের বিপদ তব বিরাট রাজন ?
সুমঙ্গল সৌমমূর্ত্তি ধর্ম্মরাজ রহেন যেথায়,
অমঙ্গল তথা হতে বহুদূরে পলাইয়া যায়।
একান্ত আকুল যদি তুমি—
কি করিবে ফুল-তনু কুমার উত্তর ?
বৃকোদরে করহ আদেশ,
গদা স্কন্ধে তুলে নিয়ে দেখে আসি ত্বরা
কালহত কে দুর্ম্মতি
বিরাটের ঘটায় বিপাক!

বিরাট। না, না, ক্ষমা করো ভীমসেন,
তোমারে না'রিব আমি কাননে প্রেরিতে!
এই দীর্ঘ বর্ষকাল—
সয়েছ অনেক দুঃখ আমার লাগিয়া!
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে

করিয়াছি বহু অপরাধ, হে পাণ্ডব,
তোমাদের সবার নিকটে—

যুধি। একি কহ বিরাট রাজন্!
অপরাধী নহ তুমি, সাধিয়াছ পাণ্ডবের
মহা উপকার। তোমার করুণা বলে,
তোমারি আশ্রয়ে
অজ্ঞাত বাসের কাল পরিপূর্ণ হ'ল ;
তোমারি সহায়ে সখা,
পণ-মুক্ত হইল পাণ্ডব।
সত্য পালনের বন্ধু, দুর্দ্দিন-বান্ধব, নাহি জানি
কোন্ বাক্যে কৃতজ্ঞতা জানাবো তোমারে :

বিরাট। ধর্ম্মরাজ,—ধর্ম্মরাজ,

(উত্তরের পুনঃ প্রবেশ)

উত্তর। পিতা, আনিয়াছি শুভ সমাচার ;
পাণ্ডব-মিলন হেতু বিরাট নগরে
আসিছেন শ্রীগোবিন্দ দ্বারাবতী হ'তে !
কী আশ্চর্য্য পিতা,
দূর হ'তে হেরিলাম কেশবের রথে
উত্তরা ভগিনী মোর হাস্য মুখে রয়েছে বসিয়া !

বিরাট। শ্রীগোবিন্দ আসিছেন বিরাট নগরে !
শীঘ্র যাও হে কুমার,
পাদ্য অর্ঘ দিয়া কৃষ্ণে কর অভ্যর্থনা।

[উত্তরের প্রস্থান

অর্জ্জুন। কেশব আসিছে !

যেন মনে হয়, পাণ্ডবের দুঃখ-নিশা-শেষে
হ'ল পুনঃ অরুণ উদয় !

বিরাট হ'ল ভাল, কৃষ্ণসনে আসিছে উত্তরা !
সব্যসাচী, মম অনুরোধ—
মোর উত্তরারে তুমি করহ গ্রহণ !

অর্জ্জুন উত্তরা ! বৃহন্নলা বেশ ধরি'
আশৈশব পালিয়াছি স্নেহছায়াতলে ;
নৃত্যে-লাস্যে, সঙ্গীত-কলায়
ভূষিত করেছি তারে
রূপ মুগ্ধ ভক্ত যথা মায়ের প্রতিমা সজ্জা
করে অলঙ্কারে ! হে রাজন্,
মাতৃসমা মানি আমি কন্যারে তোমার ;
দেহ আজ্ঞা, মাতৃরূপে করিব গ্রহণ।

বিরাট। কিন্তু বড় আশা ছিল প্রাণে—

(অভিমন্যু উত্তরা সহ শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। আশায় সাধিল বাদ নিতান্ত দুর্জ্জনে !

সকলে। কেশব, কেশব !

শ্রীকৃষ্ণ। আর কেশব ! কেশব অবাক হয়ে
হ'ল প্রায় শব !
মনে মনে ছিল আশা
অর্জ্জুন নন্দন আর বিরাট নন্দিনী
দুজনেই হবে ঠিক সাধু শিরোমণি।
কিন্তু হের, চৌর্য্য অপরাধে
হাতে হাতে বন্দী করি আনিয়াছি দোঁহে ;

বিচারিয়া দেহ দণ্ড যে হয় সে হয়—

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। কে গো শঠ শিরোমণি,
মাতার অজ্ঞাতে চাহ সন্তানের করিতে বিচার ?
আয় পুত্র, আয় কন্যা, আয় মোর বুকে।

শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণা, সখি,
এরা কিন্তু মহা অপরাধী !

দ্রৌপদী। জানি কৃষ্ণ, বুঝেছি সকল !
গুরুতর অপরাধে
অপরাধী সন্তান আমার !
বিচার তাহার—
করিবেন নিজে প্রজাপতি।
দ্বারকায় রথ আমি করেছি প্রেরণ
সুভদ্রা ভগ্নীরে মোর আনিতে হেথায়,
বার্ত্তাবহ দিকে দিকে চলে যাক্ ত্বরা
আমন্ত্রণ করিবারে ধরণীর রাজন্য মণ্ডলে।
তারপর সাক্ষ্য রাখি ধর্ম্মরাজে,
সাক্ষ্য রাখি দেহধারী নর নারায়ণে
উত্তরা অভিরে মোর পুষ্পডোরে করিব বন্ধন।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

তৃতীয় দৃশ্য

বিরাটপুর সান্নিধ্যের বনপথ

লম্বোদর ও ঘটোৎকচের অপরাপর অনুচর

লম্বো। এই দেখ, তোরা সবাই চলে এসেছিস, তবু সেই কুঁড়ে ঘণ্টাকর্ণের দেখা নেই। বলি, ও ঘন্টাকর্ণ, ঘন্টাকর্ণ—

(নেপথ্যে ঘণ্টাকর্ণ—"যাচ্ছি…ই…ই…")

লম্বো। "যাচ্ছি"—আমাদের মাথা কিনেছেন আর কি! ওদিকে বিরাটরাজার মেয়ের বিয়ে যে শেষ হয়ে গেল—

(ঘন্টাকর্ণের প্রবেশ)

ঘন্টা। বিয়ে শেষ হয়ে গেল! আমরা না যেতেই!

লম্বো। কেন তুই বরের মাসি না কণের পিসি যে তোর জন্যে বিয়ে আট্‌কে থাকবে? বিয়ে তো বিয়ে…বর-কণে এতক্ষণে বাসরঘরে চলে গেল—

ঘণ্টা। বাসরঘরে চলে গেল। হিঃ হি, হিঃ—আমার একটা গল্প-কথা মনে পড়ে গেল—

লম্বো। রাখ্‌ তোর গল্প-কথা! বুদ্ধির ঢেঁকি, পা চালিয়ে আয়—

ঘণ্টা। বুদ্ধির ঢেঁকি! নাঃ, তাহলে গল্পটা না বললেই নয়। প্রমাণ করে দিচ্ছি আমার বুদ্ধির কতখানি দৌড়।…বাসরঘরের কথা বলছিলি না? আমার বাসরের কথা শোন্‌। বিয়ে হয়ে গেল, তবু দেখি বউ বাসরঘরে আসতে দেরি কর্চ্ছে! চারিদিকে শ্বশুর শাশুড়ি, আত্মীয় কুটুম—বউকে ডাকতেও লজ্জা করে—আবার না এলেও বুকের ভেতর হুহু করে ওঠে। দুকূল রক্ষা করে তাই ছাড়লাম এক ঢেঁকুর—"বউ";

সবাই ভাবলে যে নিছক টেঁকুর, কিন্তু বউ বুঝল যে আমি তাকেই ডাকছি—"বউ"। তখন বউ কি করলে জানিস? সে দিল এক হাঁচি; সবাই ভাবল নিছক হাঁচি; কিন্তু আমি বুঝলাম যে বউ আমাকে বলছে 'যাচ্ছি যাচ্ছি'—

(শকলে হাসিয়া উঠিল; শুধু লম্বোদর বিরক্তভাবে একপার্শে দাঁড়াইয়া রহিল)

ঘণ্টা। কি! গোমড়ামুখো হয়ে রইলি যে? আমার বউএর বুদ্ধির কথা শুনে হিংসে হচ্ছে বুঝি?

লম্বো। বয়ে গেছে হিংসে হতে; তোর বউএর বুদ্ধির গল্প শুনলেই পেট ভরবে! ওদিকে ভীমের সাঙ্গপাঙ্গরা যে সব ভাল ভাল খাবার জিনিস উড়িয়ে দিল।

ঘণ্টা। তা না হয় দিলই বা, আমাদের রাজা ঘটোৎকচ তা বলে আমাদের বাসী পেটে রাখবে না। আয় না, একটু নেচে কুঁদে নিই—ক্ষিদের ওষুধ হবে'খন…ধর না একখানা গান—

ঘটোৎকচের অনুচরদের গান

বন মানুষ নইত মোরা বনের মানুষ দাদা,
মনের মানুষ আজকে হয়ে বাঁধব কেবল ছাঁদা।
ঢের খেয়েছি মহিষ হরিণ শূয়োর শ্রীরাম পক্ষী
রসগোল্লার গামলাতে ঝাঁপিয়ে হব মক্ষি;
নাগর সেজে নগর পানে ছুটব কে দেয় বাধা?
ভুড়ির বহর দেখে ভীষণ যেয়োনা কেউ ভড়্কে
ভয়ের ব্যাপার নেইক ভায়া নই যদিও থড়্কে
এক একজনে একশ হাড়ির বেশী খেলেই চাঁদা॥

(ঘটোৎকচের প্রবেশ)

ঘটো। বেঁচে থাক্…বেঁচে থাক্…
ভাল নাচ নেচেছিস্ তোরা—

জনে জনে খুসী করে দিব পুরস্কার।
শোন্ ভাইসব,—
"ছাতীমারা" বনে তোরা আজ রাত্রে কর্‌গে
বিহার। গণ্ডার, ভল্লুক, মোষ,
যা পাস্
ভাঙ্গিয়া গলার হাড় তাজা রক্ত খাস্।
যা যা যা…খুসী হয়ে দিলাম আদেশ।

সকলে। বহবা…বহবা…চল্ চল্ সবে—

লম্বো। সে তো যাবো…কিন্তু
যে জন্যে আমাদের নাচোন কোঁদন—
সেই বিয়ে দেখা হল না তো রাজা!
হ্যাঁ রাজা,—বিয়ে হয়ে গেছে—
তবু এখনো তো আমাদের
ডাকিল না তা'রা?

নক্টা। দূর বেটা হাঁদারাম—
সেথা যাব কিরে?
দেখিলে মোদের ছিরি—
করি দন্ত কিড়িমিড়ি—
ভয়ে বর মূর্চ্চা যাবে—
আর চাঁদ উঠিবে না ফিরে।

ঘটো। সাবধান—অমঙ্গলে কথা যদি
বলিস্ আবার—
এক চড়ে ভাঙ্গিব চোয়াল।
বর মূর্চ্ছা যাবে কি রে?

জানিস্…জানিস্…যার বিয়ে হল—
সেই অভিমন্যু কেবা ?
শ্রীকৃষ্ণ তাহার মামা,
শিবজয়ী ধনঞ্জয় বাবা,
ভীমসেন জ্যাঠা, আর
ঘটোৎকচ দাদা—

লম্বো। এত কুটুম্বিতা ! তুমি দাদা !
তবু তারা নেমন্তন্ন করিল না তোমা !

ঘটো। নেমন্তন্ন ? তাইতো ! কেন ডাকিল না মোরে !
কেন ডাকিল না !…
আরে দূর, আমি তার ভাই—
একে বারে আপনার জন—
আমারে কিসের নেমন্তন্ন ?
অর্জ্জুনের আছে নেমন্তন্ন ?
আছে কি ভীমের ? তবে ?
হাঃ হাঃ হাঃ

ঘণ্টা। কিন্তু অর্জ্জুনের লোক যারা—
তা'রা তো পেয়েছে নেমন্তন্ন !
ভীমের বন্ধুরা যত—তা'রাও গিলিছে সবে
মাংস, পরমান্ন, মণ্ডা পাহাড় পাহাড় ।
শুধু ঘটোৎকচ-অনুচর অভাগা আমরা—
আমরাই পড়িলাম বাদ !—

ঘটো। ওরে, না…না…তোদের বলার ভার,—
রে অবোধ,—রে অশান্ত বন্ধুরা আমার,—

তোদের সকল ভার ধর্ম্মরাজ মনে মনে
দেছেন আমারে।
চল্…চল্ তোরা, আমিও তোদের সাথে যাই,—
নিজ হাতে বন্যপশু মারিয়া এখনি—
তোদের বিয়ের ভোজ দিয়ে আসি চল্—

(প্রস্থানোদ্যত ; শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। কোথা যাও ঘটোৎকচ ?
অভিমন্যু-পরিণয়ে সবার অধিক প্রিয়,
আনন্দ তোমার। সেই তুমি—
কি কারণে কহ প্রিয়বর,—
কোন্ গুরু অভিমানে, কোন্ বেদনায়—
অপরাধী প্রায় হেন রহ লুকাইয়া ?
চল প্রিয়বর,—আমি আমন্ত্রণ করি তোমা সঙ্গীগণ সহ,
চল ত্বরা বিরাট-ভবনে।
তোমার মিলন লাগি' উৎসুক দ্রৌপদী,
সুভদ্রা জননী তব আছে প্রতিক্ষায় !
অভিমন্যু-জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা তুমি,—
বর-বধূ আশীর্ব্বাদ করিবে না প্রিয় ?

ঘটো। আশীর্ব্বাদ ! নিশ্চয় করিব আশীর্ব্বাদ !
অভিমন্যু ভাই মোর, আমি তার দাদা,
আশীর্ব্বাদ করিব না তারে !
কেমন, বলি নি আমি ?
ডাকিবে না মোরে !

দেখ্…দেখ্…চেয়ে দেখ্…হতভাগা সব,—
কৃষ্ণ নিজে এসেছেন তোদের ডাকিতে !
ওরে, প্রণাম কর্, প্রণাম কর্—

(সকলে প্রণাম করিল ; ঘটোৎকচ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে যাইতে যাইতে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল)

শ্রীকৃষ্ণ। নীরবে দাঁড়ালে কেন প্রিয় ?

ঘটো। না কৃষ্ণ, হ'ল না যাওয়া, ক্ষমা কর মোরে ;

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়বর,—

ঘটো। কেমনে যাইব কৃষ্ণ,—
আমি যে অনার্য্য !

শ্রীকৃষ্ণ। কী দুঃখ তাহাতে প্রিয় ?
অনার্য্য যদ্যপি তাহে কিবা অপরাধ ?
বর্ণ তব ঘনশ্যাম ?
এই হের আমিও শ্যামল।
বনচারী তুমি যদি—
মোর বাস সেও বৃন্দাবন।
অপরাধ যদি তা'র
অনার্য্য রাক্ষসী যা'র মাতা—
আমারও জননী তবে
অনার্য্যা গোপের নারী ব্রজের যশোদা !

ঘটো। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ,—
চোখ ফেটে জল আসে—
বলিও না আর।
জানি, তুমি ভালবাস আমারে কেশব,

বুদ্ধিহীন, কৃপার আধার বলি—
ভালবাসে সকল পাণ্ডব।
তবু···তবু কৃষ্ণ, পারিব না যেতে !
আসিয়াছে পৃথিবীর নানা দেশ হতে
নিমন্ত্রিত রাজগণ সেথা ;—
নিতান্ত কুৎসিত আমি, অসভ্য বর্ব্বর,
নাহি জানি সাধু আচরণ,—
আমারে দেখিয়া যদি হাসেন তাঁহারা···
লজ্জা পাবে পিতা তাহে, পাণ্ডবের হেঁট হবে মাথা !
কাজ নাই···কাজ নাই গিয়ে,
ফিরে চলিলাম কৃষ্ণ।
প্রাণের অভিরে মোর
জানাইও ভালবাসা অনার্য্য ভাইয়ের—
যদি অভি ঘৃণা করি মুখ না ফিরায়—

[সানুচর ঘটোৎকচের প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। হায়···হায়—
কী দারুণ অভিমান শেলসম বিঁধে আছে
ঘটোৎকচ বুকে !
পাণ্ডব-মিলন হেতু সতত আকুল—
অপরাধী প্রায় তবু ফিরে দূরে দূরে !
নাহি জানি, আর্য্য অনার্য্যের এই ভেদ
কবে বা ঘুচিবে !
এ মহাভারত-তীর্থে এক ঠাঁই সকল মানব
এক মহা জাতি রূপে কবে বা মিলিবে !

(দ্রৌপদী ও সুভদ্রার প্রবেশ)

দ্রৌপদী। কেশব—

শ্রীকৃষ্ণ। একি! কৃষ্ণা,—সখি,—
তুমি হেথা অকস্মাৎ!

দ্রৌপদী। জাহ্নবী-অর্চ্চনা করি সুভদ্রার সনে—
এই পথে চলেছিনু গৃহে!
লোকমুখে করিনু শ্রবণ
তুমি নাকি যাইবে কেশব,
পাণ্ডবের দূত হয়ে হস্তিনা নগরে!
কিসের এ দৌত্য কৃষ্ণ?

শ্রীকৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ, ভীমার্জ্জুন সবার বাসনা সখি,—
ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব পরিহরি—
কৌরবের সনে হোক সৌহার্দ্দ্য স্থাপন।
সন্ধির প্রস্তাব লয়ে তাই চলিয়াছি।

দ্রৌপদী। সন্ধির প্রস্তাব! ধর্ম্মরাজ ভীমার্জ্জুন
সবার বাসনা!
কিন্তু, জানিতে কি পারি কৃষ্ণ,—
দ্রৌপদীর মুখ পানে চাহি
একবার স্পষ্টভাষে কহ তো কেশব,—
কী ইচ্ছা তোমার?

শ্রীকৃষ্ণ। সখি···সখি···

দ্রৌপদী। বল কৃষ্ণ,—
মেদিনী-নিবদ্ধ-দৃষ্টি, কম্পিত অধর,—
কি কারণ মৌন হয়ে রহিলে কেশব?

সুভদ্রা। কি কবেন আর্য্য তোমা ?
তুমি ভাল জান—
অগ্নি-গর্ভ গিরি সম দুইপক্ষ কৌরব পাণ্ডব—
বিশ্বব্যাপী প্রলয়ের আছে প্রতিক্ষায় !
যেইদিন হবে অগ্ন্যুদ্গার
লক্ষ-কোটী সুখের সংসার
আঁখির নিমেষ মাঝে ভস্ম হয়ে বাতাসে মিলাবে ;
শ্মশান-চিতায় তুলি' অযুত সন্তানে—
কাঁদিবে ভারত-লক্ষ্মী দীর্ণ হাহাকারে !

দ্রৌপদী। কাঁদিবে ভারত-লক্ষ্মী দীর্ণ হাহাকারে !
আজ কাঁদিছে না ? আজ বুঝি
মহোৎসব তা'র ?
বসিয়া ভারত-লক্ষ্মী গৌরবের স্বর্ণ সিংহাসনে
বিতরিছে বুঝি আজ আশীর্ব্বাদ-অমৃত বচন
চরণে লুণ্ঠিত-তনু প্রণত বিশ্বের !

সুভদ্রা। দিদি,—দিদি,—

দ্রৌপদী। ভেবে দেখ্...ভেবে দেখ্ রে সুভদ্রা,—
সে দিনের কথা !
একবস্ত্রা রজস্বলা রমণীর কেশ আকর্ষিয়া
কৌরবের সভাস্থলে আনিল যেদিন—
নির্লজ্জ পশুর সম দেখাইল উরু—
পঞ্চ-পাণ্ডবের বধূ দ্রুপদ বালারে !
সমবেত ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য আদি—
হেঁটমুণ্ডে সমাসীন ধর্ম্মরাজ পার্থ বৃকোদর—

সবার সমক্ষে যবে কামাচারী দুঃশাসন
বসন অঞ্চল ধরি—
পশুবলে বার বার করে আকর্ষণ—

শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণা···কৃষ্ণা···

সুভদ্রা। পায়ে ধরি···পায়ে ধরি তোর—
ভৈরবী মূরতি হেরি কাঁপিছে অন্তর;
অভিশাপে সারা বিশ্বে এনো না প্রলয়!

দ্রৌপদী। প্রলয়! কোথায় প্রলয়!
নিপীড়িতা সতীনারী হাহাকারে করিছে ক্রন্দন—
সে ক্রন্দন চরণে দলিয়া—
কৃষ্ণ যায় হাস্য মুখে, বাহু প্রসারিয়া
কৌরবের বক্ষ মাঝে দিতে আলিঙ্গন—
তবু বিশ্বে আসে না তো অনন্ত প্রলয়!
যাও···যাও কৃষ্ণ কৌরব সভায়—
পাঞ্চালী দিবে না বাধা।
নির্য্যাতিতা দ্রুপদ-নন্দিনী—
পদাহতা কালভুজঙ্গিনী—
উদ্গার করিল তার কুণ্ডলিত বিষ-বাষ্প
নীলহলাহল—।
দেখিব···দেখিব কৃষ্ণ,—
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যে হও সে হও—
কৌরব সভায় তুমি কত শান্তি পাও,
কোন্ মধু আনন্দের হিল্লোল জাগাও!

চতুর্থ দৃশ্য

হস্তিনার রাজসভা। সিংহাসনে রাজা ধৃতরাষ্ট্র। ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধনাদি যথাযোগ্য আসনে সমাসীন।

দূত। দেব,
পাণ্ডবের দূতরূপে—
সমাগত দ্বারে জনার্দ্দন—

ধৃতরাষ্ট্র। জনার্দ্দন! জনার্দ্দন!
যাও সুযোধন,
সম্বর্দ্ধনা কর জনার্দ্দনে—

দুর্য্যোধন। সম্বর্দ্ধনা কা'রে পিতা?
কুরু-রাজসভাতলে আমন্ত্রিত নহে ত কেশব!
নিজ প্রয়োজন হেতু
ভিক্ষুকের সম যেবা দ্বারে উপনীত
প্রার্থনা শ্রবণ শুধু করিব তাহার;
সম্বর্দ্ধনা—ভিক্ষুকের প্রাপ্য নহে কভু।

শকুনি। অতি ন্যায্য কথা ইহা।
ভিক্ষুকেরে অত বেশী আদর দেখালে
আহ্লাদে উঠিবে শেষে মাথার উপরে;
কি বলেন ভীষ্মদেব?

ভীষ্ম। ধিক্ ধিক্ তোরে দুর্য্যোধন,
হীনবৃত্তি অনুচর প্ররোচনা শুনি
ঘটিল কি এত মতিভ্রম!
যাঁহার চরণ রেণু পরশ কারণ

যোগীগণ যুগ যুগ তপস্যা করিছে
সেই কৃষ্ণ গোকুল-আনন্দ
দ্বারে উপনীত তোর—
সম্বর্দ্ধিতে দ্বিধা কর তাঁ'রে!
বর্ব্বরের ন্যায় হেন আচরণ
কোথায় শিখিলি তুই অধম সন্তান!

দুর্য্যোধন! পিতা, রুষ্টভাষ শুনিবারে
ডেকেছ কি দুর্য্যোধনে রাজ সভাতলে?
দেহ আজ্ঞা, সভা ত্যাগ করিব এখনি
কটু তিরস্কার কারো সহিতে না'রিব।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়, সঞ্জয়,—
অভিমানি সুযোধনে শান্ত কর ত্বরা!
সুযোধন,—

দুর্য্যোধন। শুন পিতামহ,—
গোকুল-আনন্দ তব ভগবান কেশবের শুন আচরণ।
যথাযোগ্য বিধানে তাহার
করেছিনু পূজা আয়োজন;
মণি-দীপ-দীপ্ত-কক্ষ, পুষ্পিত উদ্যান,
রাজভোগ্য ভোজ্য পেয়, নানা উপহার—
জিজ্ঞাসহ দুঃশাসনে—
এখনো নির্দ্দিষ্ট আছে কেশবের তরে।
কিন্তু, নীতিজ্ঞানহীন সেই গোপের নন্দন
অবহেলা করি মোর সর্ব্ব আয়োজন
ভিখারী বিদুর গৃহে

মহানন্দে ক্ষুদ্র-অন্ন করিল ভক্ষণ !

শকুনি। অই…অই…
বিদুরের ক্ষুদে তুষ্ট গোয়ালার পুত
ঢেঁকুর তুলিয়া অই আসে এইদিকে

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। দ্রোণকৃপ আদি দ্বিজ, ভীষ্ম পিতামহ,
আর্য্য ধৃতরাষ্ট্র আদি প্রণম্য জনেরে
কেশব করিছে প্রণিপাত ;
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আদি প্রিয় বান্ধবেরা সবে
লহ মোর প্রীতি সম্ভাষণ—

ভীষ্মাদি। জনার্দ্দন, জনার্দ্দন,—
আসন গ্রহণ কর করুণা করিয়া।

(শ্রীকৃষ্ণের উপবেশন)

শ্রীকৃষ্ণ। ভাই দুর্য্যোধন,—
অনুমানে জ্ঞান হয় মনঃক্ষুণ্ণ তুমি
তোমার আতিথ্য আমি করিনি গ্রহণ !
গোপের নন্দন কৃষ্ণ দরিদ্র রাখাল,
বহু মূল্য রাজভোগ জঠরে না সয় !
তাই দায়ে পড়ে করিলাম লোভের দমন ;
ক্ষুধা শান্তি হেতু—
বিদুরের ক্ষুদকণা সুধা বলি করিনু গ্রহণ।
রুষ্ট হইওনা তাহে—

শকুনি। না না, ইথে দোষ কিবা?
শাস্ত্রে আছে, স্বর্গে গিয়ে ঢেঁকি ভানে ধান;
তাই, রাজভোগ হাতে পেয়ে
ক্ষুদ খাবে গোয়ালার পুত,
এ তো জানা কথা!

ধৃতরাষ্ট্র। সৌবল, সৌবল!
বল কৃষ্ণ, বল তুমি—
প্রাণাধিক পাণ্ডবের কুশল সংবাদ—

শ্রীকৃষ্ণ। কুশল তাদের আর্য্য,
তোমারি করুণা পরে করিছে নির্ভর;
হৃতরাজ্য, বৈভব বিহীন তব ভ্রাতুষ্পুত্রগণে
পুনঃ যদি বেঁধে লও স্নেহের বন্ধনে
তবেই কুশল তাত।

ভীষ্ম। বৎস ধৃতরাষ্ট্র,
মেঘমুক্ত রবি সম পণমুক্ত পুনর্ব্বার
উদিল পাণ্ডব।
পিতৃরাজ্যে তাহাদের ন্যায্য অধিকার
অবিলম্বে কর দান;
সমুজ্জ্বল হবে তাহে কৌরব গৌরব।

শকুনি। শোনো শোনো···দুর্য্যোধন,
"পিতৃরাজ্য!"···আরে বাপু,
পিতৃরাজ্য কা'র?

ভীষ্ম। পাপমতি রে সৌবল,
সে বিচার ন্যস্ত নহে তোমার উপরে;

হস্তিনার সিংহাসনে কৌরব.পাণ্ডব
দোঁহাকার সম অধিকার,
অর্দ্ধরাজ্য পাণ্ডবের অর্দ্ধ কৌরবের—

দুর্য্যোধন। কভু নহে ; একই গগনের তলে
চন্দ্রসূর্য্য সমকালে না করে বিরাজ।
কৌরব-গৌরব-রবি যতদিন উদয় অচলে
ততদিন অনন্ত আঁধারে র'বে পাণ্ডু সুধাকর।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন দুর্য্যোধন,
রাজ্য-লিপ্সা নাহি ভাই, পাণ্ডবের মনে ;
বিস্তীর্ণ ভারত রাজ্য থাকুক তোমার,
রাজ সিংহাসনে বসি—
একচ্ছত্র আধিপত্য কর তুমি সমগ্র ভারতে ;
পাণ্ডব চাহেনা অংশ সাম্রাজ্য শাসনে।

দুর্য্যোধন। তবে কি চাহে তাহারা ?

শ্রীকৃষ্ণ। নির্ব্বিবাদী পঞ্চভাই তোমার নিকটে
পঞ্চখানি গ্রাম শুধু ভিক্ষা চাহিতেছে।
একান্ত মিনতি মোর—হে কৌরব,
এই ভিক্ষা কোরো না নিষ্ফল।

ধৃতরাষ্ট্র। সুযোধন...সুযোধন,
কেশবের অনুরোধ—মাত্র পঞ্চগ্রাম !

দুর্য্যোধন। পঞ্চগ্রাম...পঞ্চগ্রাম !
পাণ্ডব যেখানে যাবে সাম্রাজ্য সেখানে।
হোক তাহা ক্ষুদ্র গ্রাম—
কিম্বা হোক্, অতি ক্ষুদ্র পাতার কুটীর !

পাণ্ডবের স্তুতিবাদ দূর গ্রাম হতে
নিয়ত ধ্বনিত হবে পল্লব মর্ম্মরে,
সমুদ্র কল্লোলে ;
বিষ-জ্বালা সম মোর হৃদয় বিঁধিবে !
মরণের নামান্তর হবে তাহে
জীবন আমার !…না…না—
হবে না…হবে না কভু—
এ প্রার্থনা হবে না পূরণ—

ভীষ্মাদি। দুর্য্যোধন…দুর্য্যোধন—

দুর্য্যোধন। রণ…রণ ‥
পাণ্ডবের সহ রণ—পাণ্ডব নিধন।
জীবণের ব্রতসম মানে দুর্য্যোধন।
শুন সবে প্রতিজ্ঞা আমার,
পঞ্চগ্রাম দূরে থাক্—বিনা রণে
সূচ্যগ্র মেদিনী আমি দিব না পাণ্ডবে

ধৃতরাষ্ট্র। সুযোধন…সুযোধন,…
হে সঞ্জয়, কি করি উপায় !

শ্রীকৃষ্ণ। শান্তির প্রয়াস ! শান্তির প্রয়াস !
মুক্তকেশী দ্রৌপদীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
নাগমন্ত্র সমতেজে আকর্ষে কৌরবে
তরাঙ্গিত কাল-সিন্ধু পানে ;
শান্তির প্রয়াসে তাহে কি ফল ফলিবে
চলিলাম তবে দুর্য্যোধন,
জানাইব বাঞ্ছা তব পাণ্ডব প্রধানে।

আসি এবে,…কুরুক্ষেত্রে পুনঃ দেখা হবে
বিজয়-গাণ্ডীব-ধারী ফাল্গুনীর রথে।

(ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন)

শকুনি। চলে গেল, চলে গেল…
বৎস দুর্য্যোধন,
কর্ণের সে কর্ণে কর্ণে সাধু উপদেশ—

দুর্য্যোধন। দাঁড়াও কেশব,—
মহামানী দুর্য্যোধনে করি অপমান
কোথা তুমি ফিরে যাবে অনার্য্য লম্পট !
ফাল্গুনীর কপিধ্বজে অশ্ববল্গা ধরিবারে
হইয়াছ বুঝি কৃষ্ণ বড়ই চঞ্চল ?
সর্ব্ব চক্রান্তের চক্রী, লজ্জাহীন শঠ,
নব অশ্ববল্গা তোমা দিব এইবার।
দুঃশাসন, যাও—
বন্ধন… বন্ধন—

ভীষ্মাদি। একি সর্ব্বনাশ…একি সর্ব্বনাশ !

দুর্য্যোধন। বন্ধন…বন্ধন—

শ্রীকৃষ্ণ। হাঃ হাঃ হাঃ—
আমারে বাঁধিবে দুর্য্যোধন ?
জান না কি ওরে মূঢ়, হলে প্রয়োজন,
সারা বিশ্ব বিদলি চরণে,
বিদলিয়া চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উল্কাচয়
ব্রজের গোপাল কৃষ্ণ—
নৃত্য করে মৃত্যু-রঙ্গে মহাকাল রূপে !

দেখিতে বাসনা যদি মহাকালরূপ,
কাল-নৃত্য দেখিতে কামনা—
বাঁধ্—বাঁধ্ তবে রে কৌরব,
বাঁধরে গোপালে···হাঃ হাঃ হাঃ—

(রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল···পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল ;
উল্কা বৃষ্টি বজ্রের গর্জ্জন যেন প্রলয় সূচনা করিল)

দুর্য্যোধন। একি ! প্রলয় আঁধার কেন আসিল নামিয়া !
পদতলে থর থর কাঁপে বসুন্ধরা,
রক্তবৃষ্টি···উল্কাপাত···লক্ষ কোটী
জ্বালামুখী বজ্রের গর্জ্জন !

(ফিরিয়া দেখিল সম্মুখে এক বিরাট মূর্ত্তি)

একি···একি, সংহার-ত্রিশূল করে
রক্তনেত্রে মুক্ত জটাজালে
কে নাচে···কে নাচে অই
কালান্তক দুরন্ত ভৈরব !

কালমূর্ত্তি। মহাকাল···মহাকাল আমি।
কৌরব ভবনে কৃষ্ণ—
মহাকাল···মহাকাল আজি—
হাঃ—হাঃ—হাঃ—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির ; শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

শ্রীকৃষ্ণ। হে ফাল্গুনী, কহি পুনর্ব্বার।
সর্ব্ব চঞ্চলতা তব কর পরিহার।
অধর্ম্ম বিনাশ হেতু পাণ্ডবের দেহ পরিগ্রহ,
অধর্ম্ম করিতে নাশ কুরুক্ষেত্রে রণ আয়োজন,
পিতামহ ভীষ্মের পতন—
তাও জেনো ঘটিয়াছে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন কারণ।

অর্জ্জুন। ধর্ম্মরাজ্য! ধর্ম্মরাজ্য!
সেই তব ধর্ম্মরাজ্যে পাণ্ডবের অভিষেক লাগি
আত্মীয়-বান্ধব-রক্ত এত যদি হয় প্রয়োজন—
ক্ষমা কর তবে জনার্দ্দন,
রাজ্য ধনে নাহি আকিঞ্চন
পঞ্চ ভাই পুনঃ মোরা পাশব কাননে!

শ্রীকৃষ্ণ। পার্থ!

অর্জ্জুন। হায়, হায়,—
ভাবিতেও বিদরে হৃদয়—
জাহ্নবীর বর-লব্ধ ভীষ্ম-পিতামহ
জাহ্নবী সলিল সম স্নেহধারা যাঁর
কুরুপাণ্ডু দুইকূলে সমভাবে হ'ত প্রবাহিত

সেই সত্যব্রত, নরশ্রেষ্ঠ পিতামহে মোর
বধিলাম অন্যায় সমরে
শিখণ্ডীরে রাখিয়া সম্মুখে।
হে কেশব, আর নয়···আর নয়—
করযোড়ে করিহে মিনতি—
এইবারে অর্জ্জুনেরে মুক্তি দেহ তুমি!

শ্রীকৃষ্ণ। মুক্তি! মুক্তিদাতা নহি আমি,
শুন সব্যসাচী,
কুরুকুল বক্ষ-রক্ত লাগি
মুক্তবেণী প্রতীক্ষিছে দ্রুপদনন্দিনী,—
তা'র কথা নাহি হও বিস্মরণ—

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপদী। কি কারণ দ্রৌপদীরে করিলে স্মরণ।
দুঃশাসন বক্ষ-রক্ত
আনিল কি পণমুক্ত বিজয়ী পাণ্ডব—
দ্রৌপদীর মুক্তবেণী বাঁধিবে বলিয়া?

অর্জ্জুন। পাঞ্চালী···পাঞ্চালী,
পিতামহে বধিয়াছি আজি রণস্থলে।

দ্রৌপদী। জানি···জানি আমি পিতামহ হত।
সেই বৃদ্ধ পিতামহ হত—
জীর্ণপত্র সম যেবা আপনি খসিয়া যেত,
কুরুকুল মহারুহ হ'তে
আজি কিম্বা কালি দিবা গতে।
পিতামহ হত রণে,—

হয়েছে কি হত—দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপ
শাল্ব ভগদত্তসহ নীচবৃত্তি গান্ধার শকুনি ?
নিহত কি করেছ সমরে সেই পাপ জয়দ্রথে
দ্রৌপদী হরণে যেবা করিল প্রয়াস ?
গেছে কি শমনপুরে দুষ্ঠ দুঃশাসন—
সঙ্গে তার ক্রুরমতি রাজা দুর্য্যোধন
পাঞ্চালীর কেশ বাস—
সভাস্থলে যে দুর্ম্মতি বলে আকর্ষিল—
পঞ্চ কেশরীর সম বীর্য্যবান পঞ্চপতি
থাকিতে সম্মুখে ?

অর্জ্জুন। যাজ্ঞসেনী…যাজ্ঞসেনী,—
উত্তেজিত করো না আমারে।

দ্রৌপদী করিব না…করিব না উত্তেজিত তোমা।
যাও হে কেশব,—
শোকার্ত্ত স্খলিতবাক্য সখারে তোমার
নিয়ে যাও সযতনে বিশ্রাম মন্দিরে,
অথবা লইয়া যাও কৌরব ভবনে—
আলিঙ্গিয়া দুর্য্যোধনে, মিত্র দুঃশাসনে—
তপ্ত প্রাণ করুক শীতল।
পাণ্ডবের সত্য পণ
সে যদি কেবল হয় বৃথা আস্ফালন,
বৃথায় দোলানু যদি বিগলিতা বেণী
দুঃশাসন বক্ষরক্তে বাঁধিব বলিয়া,
বৃথায় সহিনু যদি তীব্র অপমান

পঞ্চস্বামি-ভুজবলে বিশ্বাস করিয়া—
কি কাজ জীবনে তবে বল তো কেশব?
না…না…বাই আমি,
ঘৃণিত কৌরব স্পর্শে অপবিত্র দেহ
প্রজ্জ্বলিত বহ্নিকুণ্ডে দিব বিসর্জ্জন—

(প্রস্থানোদ্যত)

অর্জ্জুন। কৃষ্ণা, কৃষ্ণা,—
হে কেশব, কর রথ প্রস্তুত সত্বর।
ধরিনু গাণ্ডীব পুনঃ লৌহমুষ্টি মাঝে
তৃপ্তি দিতে বুভুক্ষিতা রণ-চামুণ্ডারে।

(অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান)

দ্রৌপদী। তৃপ্তি! তৃপ্তি নাই রণ-চামুণ্ডার—
যতদিনে শত ভাই দুর্য্যোধন সহ
নিষ্কৌরবা না হবে মেদিনী,—
কৌরব স্বপক্ষ মাঝে প্রাণীমাত্র যতদিন
রহিবে জীবিত—নির্ব্বাপিত নাহি হ'বে
সর্ব্বনাশা ক্ষুধাবহ্নি শ্মশান কালীর।

(সুভদ্রার প্রবেশ)

সুভদ্রা। নিষ্কৌরবা করিয়া মেদিনী
রণ-উন্মাদিনী শ্মশান কালিকা
পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিবে কি তাহে?
ক্ষুধাবহ্নি শান্ত হবে তাঁ'র?
কৌরব পাণ্ডবে মিলি
জ্বালিয়াছে বিশ্বগ্রাসী প্রলয় অনল—

সে কি হবে নির্ব্বাপিত
একমাত্র কৌরবে দহিয়া ?

দ্রৌপদী। ভদ্রা,—

সুভদ্রা। স্বচক্ষে নেহারি নিত্য
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে
কত চিত্র সকরুণ···কত মূর্ত্তি বেদনা-বিহ্বল।
চারিদিকে নিপতিত—হতগজ, রথাশ্ব সারথি—
মধ্যে বহে রক্তসিন্ধু প্রলয় প্লাবনে,
তরঙ্গে তরঙ্গে তার ভেসে যায় স্রোতে
ছিন্নদেহ, ছিন্নপদ, লক্ষকোটী মানবের বিচ্ছিন্ন মস্তক !
কোথা অস্ত্রাহত রথী পড়ি ভূমিতলে
যন্ত্রণা-বিকৃতস্বরে বারম্বার করিছে চীৎকার—
"বড়জ্বালা···বড়জ্বালা···জল জল জল দে জননী ;"
কোথা জল ? কে দানিবে জল তা'রে ?
শিয়রে মূর্চ্ছিত মাতা···পদতলে মূর্চ্ছিতা প্রেয়সী।
যখন জাগিল তারা জল দিবে বলি,
পিপাসিত ওষ্ঠ দুটি আর না নাড়িল !
হায় ভগ্নি, সে দৃশ্য দেখিতে যদি বারেক নয়নে—
তখনি বুঝিতে মনে—
জননী বধূর এই তীব্র শোকাঘাত
একদিন প্রতিঘাত দানিবে নিশ্চয় !

দ্রৌপদী। প্রতিঘাত !

সুভদ্রা। ভেবে দেখ্ ভেবে দেখ্ বোন্,
পুত্রহারা জননীর সেই শোকাতুর

ব্যথাদীর্ণ করুণ মুরতি।
তোরও বুকে আছে ত সন্তান—
আছে তোর অভিমন্যু পরাণ-পুতলি ;
পুত্রহারা জননীর পাশে
আয় একবার
প্রাণপ্রিয় অভিমন্যে লয়ে !

দ্রৌপদী। চুপ···চুপ···মাতা হয়ে হেন কথা
বলিস পাষাণী !
অভিমন্যু·· অভিমন্যু···কোথা পুত্র মোর···

(বেগে প্রস্থান)

সুভদ্রা। মাতা আমি···মাতা আমি···
তাই বুঝি—
শোকাতুরা বিশ্বমাতা বুকে
সমপ্রিয় সকল সন্তান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমি। নীহারিকাদের মায়ানৃত্য। নৃত্য শেষে তাহারা বন অন্তরালে অদৃশ্য হইল। একটু পরে লম্বোদরের প্রবেশ···

লম্বোদর। বাবারে বাবা, একি যাদুর খেলারে বাবা! রাজার আদেশ, খুব সাবধান হয়ে বন পাহারা দিতে হবে। কিন্তু বনের চারদিকেই যে আজ মেয়েছেলের হুল্লোড় দেখছি। আকাশ ছ্যাঁদা করে একধার থেকে যেন নক্ষত্র বৃষ্টি হচ্ছে। যতক্ষণ শূন্যে থাকে দেখি নক্ষত্র ; কিন্তু

পৃথিবীর মাটী ছুঁতে না ছুঁতেই দেখি তারা টপাটপ মেয়েছেলে বনে গেছে। রক্ত বৃষ্টির কথা শুনেছি…আগুন বৃষ্টির কথা শুনেছি, কিন্তু এমন রাশি রাশি মেয়েছেলে বৃষ্টির কথা তো কখনও শুনিনি রে বাবা। ব্যাপার তো সুবিধের মনে হচ্ছে না! একটাকে যদি ধরতে পারতাম তাহলে ওদের মতলবখানা কি বা'র করে নেওয়া যেত।…রোসো এক কাজ করা যাক না কেন! এমনি তো ধরা দিচ্ছে না! মেয়েছেলে সেজে এখানে বসে পড়া যাক্! একটা না একটা এ পথ দিয়ে যাবেই, …তখন ঝোপ বুঝে কোঁপ দেওয়া যাবে।

(চাদর দিয়া ঘোমটা টানিয়া বসিল…একটু পরে অপর দিক হইতে ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ)

ঘণ্টা। ব্যাপারখানা কি রকম হল! স্পষ্ট দেখলাম তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা আমায় "প্রাণনাথ" বলে ডাকছে। এগিয়ে গিয়ে হাত ধরতে দেখি—কোথায় রাজকন্যা! এক আঁশশ্যাওড়ার ঝোপ জড়িয়ে ধরেছি যে! মাথার ওপরে শুধু এক কাঠ বিড়ালী ল্যাজ দোলাচ্ছে—আর আমায় "প্রাণনাথ" বলে ভেঙচি কাটছে। তাইতো শেষে কিনা কাঠবেড়ালী…(সহসা অবগুণ্ঠিত লম্বোদরকে দেখিয়া) ওমা, এই যে,…প্রাণেশ্বরী আমার এখানে বসে আছেন। রোসো, এবার তাহলে আর ছাড়ছি নে।…(অগ্রসর হইয়া লম্বোদরকে ধরিল)

লাম্বোদর। ওরে, ছাড়্…ছাড়্…

ঘণ্টা। উঁহু, তা কি হয় প্রিয়ে? এবার আর কাঠ বিড়ালী নয়…এবার জাতবেড়ালের ছানা!

লম্বোদর। ছানা নই দাদা…আমি রাম বেড়াল—

(ঘোমটা ফেলিয়া দিল)

ঘণ্টা। অ্যাঁ! লম্বোদর! তবে—

লম্বো। আর তবে দিয়ে কাজ নেই, একটী দেখেই পাগল হয়ে গেছ··· আর ঐ তাকিয়ে দেখ—

(নেপথ্যে দেখাইল)

ঘন্টা। অ্যাঁ, এ যে একেবারে এক ঝাঁক।

লম্বো। পালিয়ে আয়···পালিয়ে আয়, রাজাকে খবর দিই চল। হাতী হত, গণ্ডার হত বুক ফুলিয়ে লড়তুম···কিন্তু মেয়েছেলের সঙ্গে লড়াই করা···ও বিদ্যে তো আমাদের জানা নেই। আয়...আয়—

(উভয়ের প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে নীহারিকাদের পুনঃ প্রবেশ)

১মা। কে···কে ও সখি?

২য়া। আসিছে নক্ষত্ররাণী···আপনি রোহিণী—

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। রাণী! না···না, নহি রাণী।
দীনা রিক্তা সর্ব্বহারা আমি ভিখারিণী—

২য়া। দেবি,—

রোহিণী। সত্য বটে, একদিন রাণী আখ্যা
আছিল আমার।
সেদিন সে চন্দ্রলোকে লাবণ্য-উচ্ছল
শশাঙ্কের বাম অঙ্কে—
বসিতাম সগৌরবে মহিষীর মত।
কিন্তু হায়, কুক্ষণে সে চন্দ্রলোকে
গর্গ ঋষি হল আবির্ভূত;
পূজা আয়োজনে তার বিচ্যুতি ঘটিতে—
ক্রুদ্ধ ঋষি দিল অভিশাপ।

চন্দ্রালোকহারা হয়ে দেব শশধর—
ধরা মাঝে নর রূপে লভিল জনম।
সেই হতে…সেই হতে পতিভাগ্য গরবিনী
নক্ষত্র রোহিণী—
ভিখারিণী সাজিল কেবল,
অশ্রু তা'র জীবন সম্বল!

২য়া। দেবি…দেবি,—গর্গ ঋষি অভিশাপ
কতদিনে হইবে খণ্ডন?
কবে মোরা ফিরে পাব দেব শশধরে?

রোহিণী। পরিপূর্ণ অভিশাপ কাল।
কিন্তু হায়, তবু নাহি শেষ হ'ল চক্রান্ত দৈবের!
ক্ষীণপ্রাণা রমণীর প্রেমে—
মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে দেব শশধর;
পূর্ব্বজন্ম স্মৃতি তাঁর—
আবৃত করিয়া আছে কুহকিনী মর্ত্তনিবাসিনী।
এ কুহক অবিলম্বে ভাঙ্গিতে হইবে।
অই…অই দেখ্…
প্রণয়-বিহ্বল চন্দ্র প্রেমিকারে লয়ে
গুঞ্জরি ফিরিছে অই যৌবন প্রলাপ!
শোন্ সহচরী সবে,—
মায়ার সঙ্গীত তানে রমণীরে বিমুগ্ধা করিয়া
অন্য কোথা নিয়ে যা সত্বর,—
তারপর একাকী ভেটিব আমি চন্দ্রে নিরজনে।

(রোহিণীর প্রস্থান…নীহারিকাদের মায়া গীত)

গীত

নীল সায়রের চাঁদ গেছে সই,
রূপ-সায়রে সইতে জল।
ছায়াপথে মায়ারথে প্রাণের কথা কইতে চল॥
লক্ষতারার দৃষ্টিপাতে
মন মেলে কার মনের সাথে
হাত মিলিয়ে নরম হাতে
জাগায় হৃদয় শতদল।
হৃদয় কমল কে ফোটালে—
বুকের আঁচল কে লোটালে—
কে ভাঙ্গালে কুসুমি-ঘুম
জুগিয়ে কুঁড়ির পরিমল :

(উত্তরা, অভিমন্যুর প্রবেশ)

উত্তরা। কে তোমরা গাহ গান বিজন কাননে ?
এমন মাধবী রাতে গৃহবাস ত্যজি—
ধরার চঞ্চল দুটি কিশোর-কিশোরী
বিহরিছে বনপথে প্রণয় পুলকে,
তাই কি এসেছ আজি তাদের ভুলাতে
স্বর্গ হ'তে দেব-কন্যা মর্ত্ত্যের মাটীতে ?

(নীহারিকাগণ গমনোদ্যতা)

একি,—কোথা যাও···কোথা যাও দেবকন্যাগণ ?

১মা। শুনিয়াছি, পৃথিবীর নীলহ্রদে
ফুটিয়াছে সুরভি কমল ;
তেমন মধুর ফুল স্বর্গপুরে নাই ;
গন্ধে তা'র ম্লান হয় স্বর্গ-পারিজাত !
সেই ফুল তুলিবারে যাই হ্রদতীরে—

উত্তরা। কোথায়…কোথায় সে অপরূপ ফুল ?

২য়া। দূরে নয়,…একান্ত নিকটে—

উত্তরা। মোরে নিয়ে চল তবে,
আমিও তুলিব সেই সুরভি কমল।
প্রিয়তম,—দেহ অনুমতি—

অভি। প্রিয়া—

উত্তরা। না…না…বাধা নাহি দাও মোরে,
বড় সাধ জাগিছে চিতে—
গাথিয়া কমলমালা সাজাব তোমারে,
পদ্মপর্ণে বনতলে রচিব শয়ন !
চিন্তা করিও না প্রিয়,—
এখনি ফিরিব। এসো দেবকন্যাগণ—

(নীচারিকাদের সহিত উত্তরার প্রস্থান—অপরদিক হইতে ঘটোৎকচের প্রবেশ)

ঘটো। তাইতো ! রমণী যদ্যপি হয়,—
একজোড়া আঁকা বাঁকা শিঙ্ কেন
রয়েছে মাথায় !

অভি। কি আশ্চর্য্য ! তুমি হেথা পুনর্ব্বার !
পরিচয় নাহি দাও…জিজ্ঞাসিলে নাম—
বেদনা-বিহ্বল নেত্রে রহ তাকাইয়া !
ছায়ার সমান শুধু ফির পিছে পিছে !
ভদ্র,—কী বার্ত্তা তোমার ?

ঘটো। অভিমন্যু…অভিমন্যু—

আমি তোমারেই খুঁজিতেছি ভাই।
শোন…শোন…বড়ই আশ্চর্য্যের কথা—
শিঙ্ওলা নারী এক দেখিয়াছি বনে,
সাবধান থেকো…গুঁতো দিতে পারে কিন্তু—

অভি। শৃঙ্গধারী নারী!

ঘটো। হুঁ…হুঁ…ছোট নয়—এই এতবড়
একজোড়া আঁকা বাঁকা শিঙ্!
শোন, খুলে বলি ;
দূর হতে দেখি—কে এক রমণী যেন
আড়ালে লুকায়ে ফেরে তোমাদের পিছে!
মনে বড় সন্দ হল,
আগুসবি জিজ্ঞাসিনু—কে তুমি রমণী?
আরে বাবা! কোথায় রমণী!
আঁখির পলকে দেখি মাথায় তাহার—
কী সুন্দর একজোড়া শিঙের বাহার!
শিঙ্ নেড়ে বোঁত্ করে এক গুঁতো দিয়ে
চার পা বাড়ায়ে নারী ছুট্ দিল বনে—
আর দেখা মিলিল না!

অভি। কী আশ্চর্য্য! সে কি কথা!

ঘটো। ভেল্কি…ভেল্কি ভাই,—
সন্দ হয়—এই বনে হইয়াছে মায়ার উদয়।
ভাল কথা, উত্তরা জননী কোথা?
তারে তো দেখি না!

অভি। উত্তরা! উত্তরা গিয়াছে হ্রদে

দেবকন্যা সহ—
কমল তুলিবে বলে।

ঘটো।　সে আবার কি রকম কথা !
এ বনের পথঘাট…সকল সন্ধান—
এই মোর নখের ডগায় ;
হেথা হ্রদ কোথা, পদ্ম কোথা,
দেবকন্যা—তাই বা কোথায় !
অবশ্য, কন্যা এক আসিয়াছে
কিন্তু তা' তো মাথায় দুটো শিঙ !
তাই তো ! হ্রদ…পদ্ম…দেবকন্যা !
উঁহু, এ যে তেরস্পর্শ হল !
ব্যাপার তো সুবিধের নয় !
অভিমন্যু,—যাই আমি, লয়ে আসি
মায়ের সন্ধান। তুমি কিন্তু
থেকো সাবধান ; সেই শিঙওলা হরিণীরে
ধরিতে যেয়ো না।
কদাকার বনের রাক্ষস আমি—আমারে দেখিয়া নারী
হয়তো বা ভয় পেয়ে সাজিল হরিণী ;
তুমি কিন্তু সাবধান, তোমারে দেখিলে.—
হরিণী আবার হবে যুবতী রমণী—

(প্রস্থান)

অভি।　একি ! আশঙ্কায় কেন কাঁপে প্রাণ—
চিরস্থির বক্ষে কেন দুরন্ত স্পন্দন !
কিসের আশঙ্কা মোর !

না...না···যাই আমি—বাহুর বন্ধনে
ফিরাইয়া আনি মোর পরাণ-পুতলী—

(প্রস্থানোদ্যত—সম্মুখে রোহিণী দাঁড়াইল)

অভি। কে! কে তুমি রমণী,—
আগুলিয়া পথে মোর—মর্ম্মর-মূরতি সম
আছ দাঁড়াইয়া! মানবী দানবী
যে হও সে হও—ছাড় পথ—
যাব আমি উত্তরার পাশে?

রোহিণী। কেন যাবে উত্তরার পাশে?
তব প্রতীক্ষায়—অনন্ত সম্পদ সুখ
রেখেছি সঞ্চিত; এসো দিব তোমা—

অভি। ক্ষমা কর হে অপরিচিতা,—
অনন্ত সম্পদ সুখে নাহি আকিঞ্চন।
ক্ষত্রিয়-নন্দন আমি,—হলে প্রয়োজন
বাহুবলে তিনলোক করিয়া বিজয়—
সপ্ত-সাগরের যত মাণিক্য প্রবালে
স্বহস্তে সাজাব আমি উত্তরার সোণার প্রতিমা।
ছাড় পথ ত্বরা—

রোহিণী। বাখানি বীরত্ব তব বীরচূড়ামণি!
কিন্তু পার কি বলিতে মোরে,—
বীরত্বের এত দম্ভ যদি—
কি কারণ কুরুক্ষেত্র রণ পরিহরি
কাননে কাননে ফির—অস্ত্র পরিবর্ত্তে ধরি'
নারীর অঞ্চল?

রমণীপ্রণয় রণে হতে পার বীর—
কিন্তু শিখ নাই ক্ষত্রিয় আচার !

অভি। প্রগল্‌ভা রমণী,—
নাহি জ্ঞান কারে কর সম্ভাষণ !
অর্জ্জুন-নন্দন আমি—বীর-ধর্ম্ম শিখাও আমারে ?
যবে হবে প্রয়োজন—
মদনের ফুলধনু অভিমন্যু করে
দ্বিতীয়-গাণ্ডীব-রূপে করিবে গর্জ্জন।

রোহিণী। কবে···কবে হবে সেই প্রয়োজন ?

অভি। কুরুক্ষেত্র রণে—একরথে কেশব অর্জ্জুনে
কে আঁটিবে কৌরব মাঝে ?
শুনিয়াছি জনকের মুখে,
নারায়ণ সম বলী নারায়ণী সেনা
কৌরবের আজ্ঞাধীন এবে ;
তাহাদের সনে ফাল্গুনীর যবে হবে রণ—
সেইদিন হয়তো বা হবে প্রয়োজন
অস্ত্রধারণের মম কুরুক্ষেত্র রণে।

(নেপথ্যে ঘটোৎকচ—"অভিমন্যু—অভিমন্যু—"

রোহিণী। অই···কে ডাকে তোমারে !
নারায়ণী সেনা···নারায়ণী সেনা—

(ছুটিয়া প্রস্থান—নেপথ্যে ঘটোৎকচ)

"অভিমন্যু···অভিমন্যু,—
হ'ল সর্ব্বনাশ,—মাতারে দংশিল বুঝি
কাল-ভুজঙ্গিনী—"

(উত্তরার ছুটিয়া প্রবেশ)

উত্তরা। ওগো, রক্ষা কর…রক্ষা কর,…
মায়া-সরোবর মাঝে মায়া-পদ্ম ফুটে—
যেমনি তুলিতে যাব—
অমনি সে কাল-ভুজঙ্গিনী
আমারে দংশিতে এল!
অই…অই বুঝি ছুটে আসে…
রক্ষা কর মোরে—

(অভিমন্যুর বক্ষলগ্ন হইল)

অভি। ভয় নাই…ভয় নাই প্রেয়সী আমার।
মোর বক্ষলগ্ন প্রিয়া, তোমারে হেরিয়া—
অই…অই দেখ—
নাগিনী ফিরিয়া যায় শির নোয়াইয়া—

তৃতীয় দৃশ্য

কৌরব শিবির

দ্রোণ, দুর্য্যোধন, শকুনি।

দুর্য্যো। ভীষ্ম পিতামহ গত। কিন্তু আছে
দ্রোণ সেনাপতি—যার পদতলে বসি
শস্ত্রবিদ্যা শিখিয়াছে কৌরব পাণ্ডব

কহ গুরু, তুমি বর্ত্তমানে, অর্জ্জুনের বাণে কেন
বিপর্য্যস্ত কৌরব বাহিনী ?
তুমি যেথা যুদ্ধের নায়ক
কোন্ শক্তি বলে সেথা
মহামার করে পার্থ কৌরবের মাঝে ?

দ্রোণ। শুন রাজা দুর্য্যোধন,—
শক্তি তার—বিজয় গাণ্ডীবে,
শক্তি তার—ধর্ম্মের আশ্রয়ে,
শক্তি তার—ভগবান কেশব সহায়ে।

শকুনি। আর শক্তি তার—গুরুদ্রোণ স্নেহবশে
ধনুকে জোড়েন বাণ ভোতা দেখে দেখে,
পাছে তাঁর প্রাণের অর্জ্জুন যাদুমণি
ব্যথা পান গায়ে !

দ্রোণ। আরে আরে নীচাত্মা সৌবল,—
কোনোদিন হস্ নাই রণে আগুয়ান
শ্রীকৃষ্ণ চালিত রথে
বিজয়-গাণ্ডীবধারী ফাল্গুনীর আগে,—
তাই তোর হেন দুঃসাহস,
হেন বাণী কহিস্ দুর্ম্মতি।

দুর্য্যো। ক্রুদ্ধ হইয়ো না গুরু,—অকারণ তিরস্কার
কোরোনা মাতুলে।
তোমার রক্ষিত সেনা
হেনরূপে প্রতিদিন নাশিছে ফাল্গুনী
সমরে শৈথিল্য তব একমাত্র কারণ ইহার,

মাতুল একাকী নহে, এ সন্দেহ বদ্ধমূল
সবার অন্তরে।

দ্রোণ। সবার অন্তরে! সকলে ভাবিছে মনে
অর্জ্জুনের প্রতি মোর পুত্রাধিক স্নেহ,—
সেই হেতু শৈথিল্য করেছি আমি
রক্ষিতে কৌরবে।

শকুনি। অই কথা, গুরুদেব, ঠিক অই কথা,
দুষ্ট লোকে নানাভাবে—
নানা বর্ণ বিন্যাসিয়া—
অই এক কথা, রাত্রিদিন করে আলোচনা।

দ্রোণ। বেশ, শোন তবে রাজা দুর্য্যোধন—
এ সন্দেহ থাকে যদি মনে
পার্থ সনে করিতে সমর—
অন্য কোন মহারথী করহ নিয়োগ।
আর চারি পাণ্ডবের ভার থাকুক আমার প'রে;
তিন দিনে···তিনদিনে শুধু
পাণ্ডুপক্ষ করিব নির্ম্মূল।
পার্থ কেশবের ভার দেহ অন্যজনে।

শকুনি। অর্থাৎ, পাণ্ডবে করিয়া বধ
দেহ মোর হাতে;
আমি তার শবদেহ দ্বিখণ্ড করিব
ভয়ানক বিপুল বিক্রমে!
আরে বাপু, পার্থ আর কেষ্টসখা
ওই দুটাই বাঁধায়েছে যত গণ্ডগোল

তা'রা বিনা চারিটী পাণ্ডব—
সে তো একেবারে গোবেচারা,
অবিশ্যি অই গদাধর ভীম-ষণ্ডা বাদে।
বৎস দুর্য্যোধন,—
পার্থ কেশবের ভার কে লবে তা হলে?

দুর্য্যো। পার্থ কেশবের ভার!
পার্থ ও কেশব!
কারে নিয়োজিত করি!

(রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। হে কৌরব,
নিয়োজিত কর তব নারায়ণী সেনা।

দুর্য্যো। কে! কে তুমি!

রোহিণী। নিয়তি…নিয়তি আমি শুনহে কৌরব,
মম উপদেশ মত কার্য্য কর যদি
সুনিশ্চিত লভিবে বিজয়।
নারায়ণ সম বলি নারায়ণী সেনা
আছে তব আজ্ঞা অপেক্ষায়।
সে দুর্দ্ধর্ষ সেনাদলে সত্বর প্রেরণ কর
অর্জ্জুনে ভেটিতে।
ফাল্গুনী নিযুক্ত রবে সংশপ্তক রণে
সেই অবসরে তুমি
শত্রুপক্ষে মহামার করিয়ো কৌরব!
পূর্ণ হবে সাধ তব…পূর্ণ হবে
অভীষ্ট আমার। (হাঃ হাঃ হাঃ)

(প্রস্থান)

দুর্য্যো। সত্য…সত্য কথা বলিয়াছ নিয়তি-রূপিণী।
শ্রীকৃষ্ণ সারথ্য হেতু বরণ কারণ
পার্থ আমি দুইজনে গিয়াছিনু দ্বারকা নগরে;
পার্থ পেল কেশবেরে, আমি লভিলাম
কেশবের বিশ্বজয়ী নারায়ণী সেনা।
কি আশ্চর্য্য! এতদিন তাহাদের
একেবারে ছিনু বিস্মরিয়া।
একবারও পড়ে নাই মনে!
চল…চল গুরু,…চলহে মাতুল,—
কৃষ্ণার্জ্জুনে ভেটিবারে
নারায়ণী সেনাদলে করিগে প্রেরণ—

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

পর্ব্বতের সানুদেশ: রাত্রিকাল: রোহিণী পর্ব্বতের উপর দিয়া নামিয়া আসিল!

রোহিণী। কোথা যাও হে ভ্রান্ত পথিক?
সম্মুখে দুর্ব্বার গিরি, পথ নাহি হোথা;
এইদিকে এসো, আমি দেখাইব পথ—

(জয়দ্রথের প্রবেশ)

জয়। কে তুমি রমণী,
বিজন অরণ্যমাঝে ভ্রম একাকিনী
পথহারা পান্থজনে দেখাইতে পথ?

রোহিণী। মোর পরিচয়ে পান্থ নাহি প্রয়োজন ;
শুধু জেনো হিতার্থী তোমার।
সুবিশাল বীরবপু, স্কন্ধদেশে কিণাঙ্কলেখন,
নেহারিয়া হয় অনুমান, ক্ষত্রিয় সন্তান তুমি।
কহ বীর, কি কারণ—
কাননে পশেছ আসি তপস্বীর বেশে ?

জয়। শুন সুবদনি,—
সিন্ধু-অধিশ্বর আমি জয়দ্রথ নাম।
দৈব বিড়ম্বনা হেতু ভীমার্জ্জুন করে
সয়েছিনু তীব্র অপমান।
তারই প্রতিশোধ লাগি' শক্তি লাভ তরে
দীর্ঘকাল মহেশ্বরে করেছি অর্চ্চনা ;
ইষ্ট মোর পরিতুষ্ট আজি।
লভেছি শিবের বর—অর্জ্জুন ব্যতীত
আর চারি পাণ্ডবেরে
পরাজিত করিব সমরে।
শিব বরে শক্তি লভি'—
মহোল্লাসে চলিয়াছি কুরুক্ষেত্র রণে
বৈরি-নির্য্যাতন হেতু।

রোহিণী। আনান্দত...আনন্দিত বচনে তোমার।
কিন্তু বীর, শুন তবে, কহি সমাচার,
পাণ্ডবের রক্ষণ কারণে
ধর্ম্মরাজে দেব-অস্ত্র প্রদানিতে বাসনা করিয়া
নিশাযোগে পার্থ যায় রণস্থল ত্যজি'

পাণ্ডব শিবির পানে।
সে অস্ত্র লভিলে—অর্জ্জুন সমান বলী
হবে তার চারি সহোদর,
পাণ্ডবেরে পরাজিতে কেহ না পারিবে,
শিব-বর হইবে বিফল।

জয়। তবে ?—

রোহিণী। উপায় করেছি স্থির, শুন, কহি তোমা,—
সংশপ্তক রণ অবসানে
মায়াবলে অর্জ্জুনেরে পথহারা করি
আনিয়াছি এ দুর্গম বনে।
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ···স্খলিত চরণ···
রজনীর অন্ধকারে
একা ফেরে সলিল সন্ধানে।
এইখানে···এইখানে মনোরথ পূরিবে মোদের।
ওই···ওই, বুঝি আসে সব্যসাচী ;
যাও বীর···যাও অন্তরালে—
সাধিয়া আপন কার্য্য—কি কর্ত্তব্য জানাব তোমারে।

(জয়দ্রথের প্রস্থান)

রোহিণী। ওগো মায়া নির্ঝরিণী—
সুরা হতে তীব্রতর মাদক সলিলে
তোমারে করেছি পূর্ণ।
বিন্দুমাত্র করে যদি পান—মানব তো ছার—
আঁখির নিমেষ মাঝে দিগ্‌হস্তীচয়—
তন্দ্রাঘোরে লুটাবে ধুলায়।

তথাপি...তথাপি কহি, শুন নির্ঝরিণী,—
যতক্ষণ ফাল্গুনীর কাল-তৃষ্ণা
সর্ব্ব অঙ্গ না করে অবশ—
লুপ্ত রহ অন্ধকার তলে !
সাবধান...সাবধান...অতি সঙ্গোপন,
আসিতেছে সব্যসাচী, রহি অন্তরালে।

(রোহিণীর প্রস্থান ; মায়ানির্ঝর অদৃশ্য হইল।...
একটু পরে অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কী আশ্চর্য্য ! এত অন্বেষণ করি—
বিন্দুমাত্র জলচিহ্ন নাই।
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, জড়িত চরণ,
অগ্রসর হই হেন শক্তি নাহি আর।
জল...জল কোথা পাই ?
এই ক্লান্ত পদে যাবো পাণ্ডব শিবিরে,
বহ্নি তেজে সমুজ্জ্বল দেবদত্ত অস্ত্ররাশি মোর—
ধর্ম্মরাজে করিব প্রদান।
কোনোমতে...কোনোমতে
কালি যদি কুলরক্ষা পায়—
সংশপ্তকে বধি পুনঃ কৌরব সমরে
সৈনাপত্য করিব গ্রহণ।...কিন্তু
তার আগে ওঃ, আর তো পারিনা।
একি কাল-তৃষ্ণা !...জল...জল...
কোথা পাব পিপাসার জল।...

(শিলাখণ্ডে ক্লান্ত মস্তক রাখিলেন ঃ উজ্জ্বল আলোকে নির্ঝরিণী
জাগিল ঃ সেই আলোক চোখে লাগিল)

অর্জ্জুন। অকস্মাৎ নক্ষত্রের অজস্র আলোক।
ওকি…ওকি…ওকি ও রজতধারা।
আঁখির বিভ্রম মোর! না…না…
অই…অই জল…পিপাসার জল…
নির্ঝরের জল!

(জলপান)

আঃ…শান্তি…শান্তি…
সর্ব্ব জ্বালা পলকে নিভিল।
সম্মুখে ঘুমন্ত রাত্রি…আকাশ নির্ব্বাক…
স্পন্দহীন…গতিহীন অনন্ত বিরাম।
বুঝিতে না পারি কেন অকস্মাৎ
শিরায় শিরায় মোর পশিল এ
তন্দ্রার জড়িমা।
যেন কত যুগ যুগান্তর শুধু
জাগরণে গিয়াছে কাটিয়া;
তাই আজ বিশ্বের নিদ্রার ভার
আঁখি পাতে মোর।…
ওরে ও উপল শয্যা, তুই মোরে অঙ্কে দিলি স্থান—

(শয়ন)

(গিরিশৃঙ্গ হইতে নীহারিকাপুঞ্জ নামিয়া আসিয়া ঘুম পাড়ানী গান গাহিল)

নীহারিকাদের গীত

ঘোম্‌টা পরা ঘুমতী নদীর ঘুম ডাকে আয় আয়রে।
স্বপ্ন-রাণীর নিদ্‌মহলার দ্বার খুলে যায় য য়রে॥
বকুল তলায় দোলনা কারুর দুলবে না,
ঘুম-কাতুরে-কোকিল গলা খুলবে না,
কবির বাঁশী নীরব-শ্বাসে করবে যে হায় হায়রে।

ঢুলু-ঢুলু-ঢুলু চন্দ্রালোকের তন্দ্রাগো,
ঘুম্-ঘুম্-ঘুম্ আজ রজনীগন্ধা গো,
প্রাণের পীতম্ বুক-বিছানায় ঘুম্-চোখে চায় চায়রে ॥

(গীতান্তে রোহিণীর প্রবেশ…তাহার ইঙ্গিতে নীহারিকাগণ প্রস্থান করিল।)

রোহিণী　হে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব,—
মায়া-নিদ্রা মাঝে হোক স্বপ্ন-জাগরণ !
যে প্রশ্ন করিব তোমা এইক্ষণে তার
স্বপ্নাবেশে প্রদান উত্তর—

অর্জ্জুন।　কি প্রশ্ন ?

রোহিণী।　রণবিদ্যা এমন কি কিছু নাই কৌরব আয়ত্বে,
পাণ্ডব জানে না যাহা ?

অর্জ্জুন　দেবতার কৃপা আর গুরু আশীর্ব্বাদে
সর্ব্ববিদ্যা করায়ত্ব মোর।

রোহিণী　তুমি নহ, তুমি ভিন্ন অপর পাণ্ডব।
তা'রা কি সকল জানে ?
সর্ব্ব অস্ত্রে জানে কি সন্ধান ?
রণক্ষেত্রে সর্ব্ব ব্যূহ—

অর্জ্জুন।　ব্যূহ !

রোহিণী।　হ্যাঁ, ব্যূহ ?　বলো—ব্যূহের সন্ধ্যান…
ভেদিতে পারে কি :তা'রা সব ?

অর্জ্জুন।　এক ব্যূহ আমি আর দ্রোণগুরু ছাড়া
ত্রিজগতের আর কেহ না জানে সন্ধান !

রোহিণী। কোন্…কোন্ ব্যূহ ?

অর্জ্জুন। চক্রব্যূহ।

রোহিণী। চক্রব্যূহ…কি বলিলে চক্রব্যূহ !
কেহ তার জানে না সন্ধান ?
পাণ্ডবের কোন রথী ?

অর্জ্জুন। একজন শুধু হয়তো পারিত,
কিন্তু সে যে নিতান্ত বালক।—

রোহিণী। ভাল…ভাল…কি বলেছ নাম ?
চক্রব্যূহ…চক্রব্যূহ—

(রোহিণীর প্রস্থান…নিঝরিণী আঁধারে মিলাইল—একটু পরে
দেখা গেল নীল স্তিমিত আলোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে
খুঁজিতে খুঁজিতে পর্ব্বত-শিখর হইতে
নামিয়া আসিতেছেন)

শ্রীকৃষ্ণ। সখা,…সখা—ফাল্গুনী,—
(অর্জ্জুন চোখ মেলিলেন)
এত তন্দ্রা উপল-শয্যায় ?
সুদুর্গম পর্ব্বত-অরণ্য, চারিভিতে
করি অন্বেষণ, "সখা-সখা" বলি
বারম্বার কত যে ডাকিনু !
কেন, কিসের লাগিয়া সখা
এসেছ হেথায় ? কি ভাবিছ :
মনে নাহি পড়ে ?—
[অর্জ্জুন ঘাড় দোলাইয়া উত্তর দিল—'না']

শ্রীকৃষ্ণ। না! সংশপ্তক রণ অবসানে
তোমারে রাখিয়া একা
অশ্ব লয়ে গিয়েছিনু হিরন্বতী জলে,
সেই অবসরে—বলো, সেই অবসরে।—

অর্জ্জুন। সেই অবসরে আমি যাত্রা করিলাম—
রুধিরাক্ত শবদেহ, মৃতের কঙ্কালপূর্ণ
রণস্থল রাখিয়া পশ্চাতে—
সেইক্ষণে যাত্রা করিলাম
রজনীর ঘন অন্ধকারে।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন···কেন এলে?—

অর্জ্জুন। নাহিক স্মরণ! শুধু মনে পড়ে
একাকী চলিনু ছুটে
রণস্থল...প্রান্তর···কানন—
বহু দূর পশ্চাতে রহিল;
চির-রাত্রি অন্ধকার যেন আপনি খুলিল তার
রহস্য দুয়ার—সেই পথে চলিলাম একা।
চলিতে চলিতে—পিপাসা জাগিল মোর—
প্রবল পিপাসা!
ওষ্ঠ...জিহ্বা···কণ্ঠ···শুষ্ক হল মরুভূমি সম;
বিন্দু বারি মিলিল না কোথা।
অতি কষ্টে বহি দেহভার···
এই শিলাখণ্ড শেষে করিনু আশ্রয়!

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর? তবু মিলিল না জল?

অর্জ্জুন। জল! হ্যাঁ···মিলেছিল···এইখানে মিলেছিল জল।

অনন্ত পিপাসা মোর দিয়াছে মিটায়ে
গিরি-গাত্র-বাহি অই স্নিগ্ধ নির্ঝরিণী—
(চাহিয়া দেখিলেন নির্ঝরিণী অন্তর্হিত)

শ্রীকৃষ্ণ। নির্ঝরিণী ! কোথা নির্ঝরিণী।

অর্জ্জুন। তবে, কোথা গেল নির্ঝরিণী !

শ্রীকৃষ্ণ। আবার সে নির্ঝরিণী ! পার্থ,—
তুমি কি দেখেছ স্বপ্ন ?

অর্জ্জুন। স্বপ্ন ! না···না···একে একে পড়িছে স্মরণে !
জনার্দ্দন,—কে যেন আসিয়াছিল—
কে যেন—

শ্রীকৃষ্ণ। কে !

অর্জ্জুন। নারীমূর্ত্তি এক। চিনি না ! দেখিনি আগে,
কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে আমার—
সেই মায়াবিনী যেন···কি এক গোপন কথা,
গোপন সন্ধান···ছলনায় নিয়েছে জানিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ। কি কথা ?

অর্জ্জুন। সে তো নাহি আসে স্মরণে আমার ;
বিস্মৃতির ধূম্রজালে
আচ্ছাদিত মস্তিষ্ক আমার।
কোনোমতে নাহি পড়ে মনে—
আমারে আয়ত্বে পেয়ে—কী কথা সুধাল,
কী জানিল মায়াবিনী নারী—
(অকস্মাৎ দূর আকাশপটে রোহিণীকে দেখিলেন)

অর্জ্জুন। অই—অই হের বহুদূর আকাশের পারে,

মেঘস্তর ভাঙ্গি পদতলে…
গ্রহ উপগ্রহ লোক পশ্চাতে ফেলিয়া—
অই ছুটে মায়াবিনী নারী !
ওরে, রুদ্ধ কর্…রুদ্ধ কর্ গতি—
নহে ব্রহ্ম অস্ত্রে করিয়া সন্ধান—

(ধনুকে বাণ যোজনা ঃ শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে দাঁড়াইলেন)

শ্রীকৃষ্ণ।　বন্ধ কর তূণীরে শায়ক ;
স্বপ্নাবেশে ব্রহ্ম অস্ত্র কাহারে হানিছ ?

অর্জ্জুন।　স্বপ্ন নহে…নহে স্বপ্ন…
অই দেখ পালায় মায়াবী—

শ্রীকৃষ্ণ।　স্বপ্ন যদি নাহি হয়—যদি সত্য হয়—
ও তো তবে নির্ম্মম নিয়তি।
বাণে চাহ নিয়তির পথ রোধিবারে।
ছিঃ, এখনো কি ঘুচিল না তন্দ্রার জড়িমা !
চলে এসো—নিশা অবসান প্রায়—
চলে এসো সংশপ্তক সমর অঙ্গনে !

অর্জ্জুন।　বেশ ! তোমারি বাসনা তবে হউক পূরণ,
চলো কৃষ্ণ রণাঙ্গণে যাই।
নিয়তি। সত্যই কি এসেছিল নিয়তি আমার !

শ্রীকৃষ্ণ।　নহে অসম্ভব পার্থ।
নহে, কোথা গেল নির্ঝরিণী ?

অর্জ্জুন।　সত্য যদি এসেছিল নিয়তিরূপিণী,—
হে মাধব, নিশ্চিত জানিও—
এই রঙ্গমঞ্চে তবে আরম্ভ হইল এক

অভিনব অপূর্ব্ব নাটক—
ত্রিলোক দর্শক তাহার!
এতদিনে ফাল্গুনীর প্রতিদ্বন্দ্বী যোগ্য মিলিয়াছে।
এক'দিকে দুর্নিবার প্রবল নিয়তি—
অন্য'দিকে একা রথী, সহায় কেবল
একটী সারথীরত্ন কাপট্য-চঞ্চল।
তবু···তবু একবার যেতে যেতে বলে যাই তোরে,
শোনো ওগো নিয়তিরূপিণী,···
যদি জয়ী হই···পুরস্কার বাঞ্ছা নাহি করি—
জয়লক্ষ্মী বরমাল্য ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।
আর···আর যদি মোর হয় পরাজয়—
যদি তুই হোস জয়ী—
শোন্‌রে নিয়তি,—চাহিস যদ্যপি—
জীবনের শ্রেষ্ঠ-রত্ন—

শ্রীকৃষ্ণ। ফাল্গুনী, ফাল্গুনী,—

অর্জ্জুন। করি পণ—
জীবনের শ্রেষ্ঠ-রত্ন দিব উপহার।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

উত্তরার শয়ন কক্ষ। পালঙ্কে নিদ্রিতা উত্তরা ; প্রাতঃসূর্য্যের রক্তাভা বাতায়ন পথে ঘরের মধ্যে লুটাইয়া পড়িয়াছে। সখীরা জাগরণী গান গাহিল।

গীত

স্বপনেতে তপনেতে গোপনেতে লেখা লিপি
ধরণীর সরণীতে নেই চাঁদিমার স্মৃতি ॥
জাগো, সখি জাগো, সখি জাগো,
আঁখি-চাঁপাকলি ঢেক না গো ;
জাগে ফুল—জাগে অলি,
জাগে প্রভাতের গীতি।

উত্তরা। (স্বপ্নজড়িত কণ্ঠে) না···না কোথা যাও প্রিয়তম,
আমারে ফেলিয়া ! পায়ে ধরি···পায়ে ধরি···
যেয়ো না চলিয়া !

মীরা। সখি···সখি,—

উত্তরা। (জাগরিত হইয়া) একি ! মীরা !
সে তবে কোথায় ?

মীরা। কে কোথায় ? মনচোর তব ?
ভয় নাই সখি,—যে বাঁধনে বেঁধেছ তাহারে—
সাধ্য কি তাহার—
ছিন্ন করি সে বন্ধন যাবে পলাইয়া।

নিকটেই আছে কোথা ; মনে লয়—
এখনি ফিরিবে।

উত্তরা। কিন্তু, আমি যে দেখেছি সখি'—
নিশাশেষে ঘোর দুঃস্বপন।

মীরা। দুঃস্বপন !

উত্তরা। দেখিলাম যেন—আমি আর প্রিয়তম
দুজনে গেছি কোন্ সাগরের কূলে !
নীরব নিশুতিরাত ; জনপ্রাণী নাহিক কোথায় !
দিগন্ত মেখলাসিন্ধু আবর্ত্ত-ফেনিল
সম্মুখে বহিয়া যায়। তার পরপারে
দূরে…বহুদূরে…নির্জ্জন ভবনচূড়ে
একটী সোনার আলো বার বার কেঁপে কেঁপে ওঠে
চঞ্চল বাতাসে !
"কী আছে হেথায় প্রিয়—
কাহার প্রতীক্ষা লাগি কে জ্বালায় আলো ?"
প্রিয়তম কথা কহিল না।
"চলো, মোরা যাব ঐ পারে !"—
তবু প্রিয় দিল না উত্তর ;
উতলা নিশ্বাস ফেলি'
বারেক চাহিল শুধু মোর মুখপানে।
আচম্বিতে হেরিলাম সিন্ধুজলে ভাসে
অপরূপ চাঁদের তরণী ;
হাল ধরে বসে এক রূপসী তরুণী।
ধীরে ধীরে সেই তরী এক্‌কূলে ভিড়িল ;

প্রিয়তম উঠিল তাহাতে।
তারপর আমারে তুলিতে—
দুইবাহু সম্মুখেতে যেমনি বাড়াবে—
অমনি সে মায়াবিনী দিল তরী খুলে !
আর্ত্তস্বরে উঠিনু কাঁদিয়া—
"কোথা যাও···কোথা যাও, নিয়ে যাও মোরে—"
তাহার উত্তরে—
কাল-নাগিনীর সম সহস্র-ফণায়
প্রিয়তমে আবেষ্টিয়া, সর্ব্ব অঙ্গ
নিষ্পেষিয়া তার—
তরঙ্গ গর্জ্জন সনে "হা হা" রবে সর্ব্বনাশী
উঠিল হাসিয়া ! ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মীরা। সখি···সখি,—
নিশাশেষে হেন অমঙ্গল স্বপ্ন
কী হেতু দেখিলে ?

উত্তরা। অমঙ্গল ! না···না···কোথা অমঙ্গল।
কি সাহস অমঙ্গল স্পর্শিবে আমারে !
কেন ভুলে যাস সই,—
ধনঞ্জয় কেশবের আমি যে রে
স্নেহের দুলালী ! সুভদ্রা জননী মোর।
অভিমন্যু স্বামী—

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভি। সেই স্বামি—
আজ্ঞাবহ ভৃত্য সম দ্বারে উপনীত ;

দাসে আজ্ঞা দেহ মহারাণী।

[হাসিয়া সখীদের প্রস্থান

উত্তরা। কোথা গিয়েছিলে প্রিয় ?

অভি। শুন প্রিয়া, কহি এক আশ্চর্য্য সংবাদ—
কিন্তু কই, কোথা গেল !
এসো…এসো…এসো এই দিকে—

(ঘটোৎকচের প্রবেশ)

অভি। উত্তরা, ইঁহারে চিনিতে পার ?

উত্তরা। একি ! এ যে সেই বনচারী—

অভি। চুপ…ইনি অগ্রজ আমার ;
তাত বৃকোদর-পুত্র বীর ঘটোৎকচ।
সত্বর প্রণাম কর লুটায়ে চরণে—

(উত্তরা প্রণাম করিতে গেলে ঘটোৎকচ লজ্জায় যেন মরিয়া গেল)

ঘটো একি কর…একি কর মাতা !
আমি আশীর্ব্বাদ করিয়াছি…ছিছি…
অনার্য্যের ছুঁয়োনা চরণ—

অভি। বাধা নাহি দাও তাত।
তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ পাশে
চির পূজনীয় তুমি…তুমি আর্য্যোত্তম।
নাহি জানি, কোন্ অভিমানে
সত্য পরিচয় তব এতদিন রাখিলে গোপনে।
ভাগ্যে আজ মাতা তোমা দেখিলেন
শিবিরের পাশে ; হাতে ধরি নিয়ে এসে
দিলেন চিনায়ে।

উত্তরা।　প্রিয়তম, এতদিন মোদের নিকটে
পরিচয় লুকাইয়া—
আর্য্য কিন্তু করেছেন মহা অপরাধ
তার শাস্তি দান হেতু
চলো মোরা যাব তাঁর গৃহে ;
লুটিয়া খাইব যত ভোজ্য বস্তু আছে।

ঘটো।　যাবে···যাবে মাতা! সত্য যাবে তুমি!
না না···মাথা মোর কি রকম
ঘোলাইয়া যায়! মনে হয়
স্বপ্ন দেখিতেছি! অভিমন্যু,
কি কহিব ভাই; হিড়িম্বা জননী মোর
জনম দুঃখিনী···কত যে হবেন খুশী,
তোমাদের পেলে! নিজ হাতে মা আমার
করিয়া রন্ধন···না···না···পালাই···
পালাই আমি—

অভি।　(হাত ধরিয়া) কোথা যাও অগ্রজ আমার?
ক্ষুধার্ত্ত কনিষ্ঠ হের, ক্ষুধাতুরা ভ্রাতৃবধূ তব।
সুভদ্রা দ্রৌপদী মাতা—
আশৈশব অন্নে জলে করিয়া পালন ;
হিড়িম্বা জননী মোর এত কি নিষ্ঠুরা
একটি দিনের তরে মিটাবে না ক্ষুধা
বঞ্চিত কি করিবে সন্তানে?

ঘটো।　কে বলেছে···কে বলেছে বঞ্চিবেন মাতা!
কার সাধ্য বঞ্চিবে রে তোরে!

চল্…চল্…শীঘ্র চল্ মোর সনে
কী আনন্দ! কী আনন্দ! অভিমন্যু,
আমি কিন্তু ভাই—বনে গিয়ে সর্ব্ব অগ্রে
নৃত্য করি দেখাব তোদের!
ভাল নৃত্য করিবারে জানি—এই দেখ,

(নৃত্য আরম্ভ করিল; সহসা উত্তরার প্রতি চোখ পড়িতে
অপ্রস্তুতের মত থামিল)

থাক্…মাতা বুঝি লজ্জা পেল—

অভি। ক্ষণেক অপেক্ষ আর্য্য,
জ্যেষ্ঠতাত ধর্ম্মরাজ অনুজ্ঞা লইয়া—
এখনি আসিব মোরা

ঘটো। তবে, আগে আমি যাই—
ছুটে গিয়ে সঙ্গীদলে দিই সমাচার;
বলে আসি—আমার ভবনে
আসিছে আমার ভাই…অভিমন্যু নিজে
সঙ্গে তার উত্তরা জননী!
হতভাগাগুলো অবাক্ হইয়া যাবে—
কী যে মজা হবে নাচিতে নাচিতে একেবারে
…যাই ভাই, তুমি কিন্তু দেরী করিও না—

[প্রস্থান

অভি। রাক্ষসী মাতার গর্ভে
ঘটোৎকচ অগ্রজ মোদের
অনার্য্য জনমহেতু—
যে গ্লানি পুঞ্জীভূত তার রয়েছে অন্তরে—

সো কল্যাণী, মোরা দোঁহে সেই গ্লানি
মুছাব যতনে। তারপর দিনশেষে
সুদূর কদম্ববনে রাত্রি যবে আসিবে নামিয়া
দূর বনান্তরে যাবো তুমি আর আমি।

উত্তরা। শুধু তুমি আর আমি!
সারা অঙ্গ কাঁপে মোর অসহ উল্লাসে!
প্রিয়তম, প্রস্তুত হইয়া আসি,
তুমি যাও জ্যেষ্ঠতাত আদেশ লইতে।

(উত্তরার প্রস্থান ; অপর দিক হইতে যুধিষ্ঠির ও ভীমের প্রবেশ)

যুধি। বৎস অভিমন্যু,

অভি। প্রণাম চরণে আর্য্য…প্রণাম মধ্যম,
আমি যে চলিয়াছিনু তোমাদেরই পাশে।

যুধি। পুত্র,

অভি। একি…স্ফুরিত অধর তব,
নতনেত্রে চাহিতেছে মেদিনীর পানে।
কিসের সঙ্কোচ আর্য্য!

যুধি। সমূহ বিপদ পুত্র, ঘটিল সমরে!
কেশব অর্জ্জুন দোঁহে গেছে চলি
সংশপ্তক সমর অঙ্গনে। সেই অবসরে
চক্রব্যূহ বিরচিয়া শস্ত্রগুরু দ্রোণ
মহামার করিতেছে পাণ্ডবের মাঝে।
দুর্ভেদ্য…অটল ব্যূহ—
একমাত্র পার্থ বিনা
কেহ মোরা নাহি জানি প্রবেশ সন্ধান।

আমি ব্যর্থকাম…ভগ্নোত্তম বীর বৃকোদর।
অই…অই শোন হাহাকার পাণ্ডব সেনার ;
সর্ব্বনাশ হ'ল বুঝি অর্জ্জুন বিহনে !

অভি। চিন্তা ত্যজ তাত—
অর্জ্জুন নাহিক যদি, রয়েছে আর্জ্জুনী।
দেহ আজ্ঞা দাসে ত্বরা যাব রণস্থলে
চক্রব্যূহ বিচূর্ণিয়া জানাব কৌরবে—
কেশব ফাল্গুনী নাই, তবু রহিয়াছে
সিংহ-শিশু অভিমন্যু,—এক দেহে
কেশব ফাল্গুনী !

ভীম। আমি র'ব দেহরক্ষী সম সদা
গদা স্কন্ধে লয়ে পুত্র তোমার পশ্চাতে।
একবার…শুধু একবার—
কোনরূপে পারিস যদ্যপি
ভাঙ্গিতে সে ব্যূহদ্বার—
সাগর প্লাবন সম ব্যূহে প্রবেশিয়া
ভাসাইয়া কুরুদলে আঁখির নিমেষে।
অই…অই পুনঃ পাণ্ডুপক্ষে জাগে হাহাকার
একবার…ওরে অভিমন্যু,—
শুধু একবার ব্যূহদ্বার খুলে দে আমারে।

অভি। যাও…যাওহে মধ্যমতাত
উৎসাহিত কর সেনাদলে ;
অস্ত্রসজ্জা করি আমি এখনি যাইব।

[ভীমের প্রস্থান

যুধি। পুত্র, পুত্র, পার্থের গচ্ছিত ধন,—
তুই মোর দরিদ্রের অন্তিম-সম্বল।

অভি। আশীর্ব্বাদ কর আর্য্য,—
পার্থের অম্লান-কীর্ত্তি অভিমন্যু হ'তে
ম্লান নাহি হয় যেন কৌরব আহবে।

যুধি। সর্ব্ব অন্তরের মোর লহ আশীর্ব্বাদ।
কুরুক্ষেত্র মহারণে—
সেনাপতি পদে আজি বরিনু তোমারে।
এ বিপুল-কুল মান রক্ষিও কুমার।
নারায়ণ…নারায়ণ, দেখিও অভিরে।

(যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান ; অভিমন্যু অস্ত্রসজ্জা করিতে আরম্ভ করিল।
একটু পরে গান গাহিতে গাহিতে উত্তরার প্রবেশ)

বুকের কোকিল গাইছে রঙীন গীতি
তোমার গীতি আমার গীতি
নতুন প্রেমের প্রীতি।
নদীর মতন হয়ে সাগরগামী
বাঁচব তোমার প্রেম-সায়রে আমি,
আপনাকে যে হারিয়ে ফেলাই
আমার সুখের নীতি॥

(অভিমন্যুকে অস্ত্রসজ্জা করিতে দেখিয়া উত্তরা সহসা নির্ব্বাক হইয়া গেল)

অভি। কেন প্রিয়ে থেমে গেলে।
গাহিলে না গান?
কী দেখিছ চাহি মোর পানে!

এসো, বসো এইখানে।
শুনিও উত্তরা, কী সঙ্গীত তোলে আজ
ধনুক-টঙ্কারে—তোমার প্রাণের অভি।
শরমুখে বীণার ঝঙ্কার…
গদার ঘূর্ণনে গুরু গুরু দামামা গর্জ্জন!
দেখিও কৌতুক তুমি,—
রথ রথী গজ বাজী লক্ষকোটি সেনানী দুর্জ্জয়—
কেমনে নাচাব আজ
জ্বালামুখী পর্ব্বতের বহ্নিস্রাব সম!
জলে স্থলে পবন-মণ্ডলে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে গগনের জাগিবে আমার
প্রদীপ্ত দীপক রাগ।
ভাল কথা, উত্তরা,—
বলিতে ভুলিয়া গেছি আজিকার রণে
জ্যেষ্ঠতাত বরণ করিলা মোরে
সেনাপতি পদে।

(সচকিতা উত্তরা আসন ছাড়িয়া উঠিল)

উত্তরা। সেনাপতি! তুমি!
এত বড় কৌরব সমর…রথরথী সেনাগজ—
উঃ—যেন শেষ নাহি!
সাগরের জলোচ্ছ্বাস যেন!
না না…তোমারে দিব না যেতে—

অভি। ছিঃ উত্তরা,
এমন অবুঝ তুমি! ক্ষণেক অপেক্ষা কর।

পিতা রত সংশপ্তক রণে
সুযোগ বুঝিয়া আস্ফালন করে কুরুদল।
ভাবে মনে অর্জ্জুন বিহনে
বীরহীন পাণ্ডব-শিবির!
এই অপমান মোরে তুমি শিরে নিতে কহ?
অর্জ্জুন-নন্দন আমি!
শোনো প্রিয়া, ঘটোৎকচ অগ্রজেরে
মোর লাগি অপেক্ষিতে বোলো,
অরি দলি' এখনি ফিরিব।

উত্তরা। যাহা তব মনে লয় কর,—
মোরে সুধায়ো না কিছু।
ভীরু হিয়া কেঁপে ওঠে—
রোধিতে পারিনা আঁখিজল—
একি বিপরীত কথা,
শুনিনি কোথাও, শৈশবে সমর সাধ!

অভি। কেমনে শুনিবে কহ?
গোবিন্দ মাতুল আর ভদ্রার্জ্জুন জনকজননী—
অন্যজনে সম্ভব না হয়।
যাদব-সমরে অগণন সেনার মাঝারে
পতিপার্শ্বে রথরশ্মি ধরি।
যেই নারী চালাইল হয়—
যার সনে একা পার্থ পরাজিল
লক্ষ যদুসেনা—সেই ভদ্রাদেবী জননী আমার।
পিতা মোর গাণ্ডীবী অর্জ্জুন—

সুরাসুর নাগনর জয়ী।
মনের নয়নে হেরি সংশপ্তক রণ—
বিশাল প্রান্তর···আকাশে উঠেছে দীপ্ত রবি ।
কেশবের রথে বসি'
বিশ্বজয়ী জনক আমার—
শ্রাবণের ধারা সম ঝলকে ঝলকে
বরসিছে মৃত্যুসম বান।
অরাতি পলক হারা···নাহি অবসর
মুছিতে ললাট-স্বেদ···শোনিত-নিস্রাব।
একা রণ···একা রণ করে পিতা বহুজন মাঝে।
বীর-হৃদি মোর উল্লাসে অধীর—
উত্তরা, হাসিমুখে দাও লো বিদায়।

উত্তরা। কী তোমার মনসাধ তুমি ভাল জান;
বীর ধর্ম্ম চাহিনা বুঝিতে।
তুমি যাবে রণে—হেথা আমি
একা বসে র'ব ঃ ফুরাতে চা'বে না দিন···
ঝরে যাবে কুসুমের মালা···
বীণা পড়ে র'বে···সাঙ্গ হবে কানন বিহার।
হয়তো ভুলেছ তুমি—

অভি। ভুলি নি উত্তরা, ভুলিব না
সে সুখ স্বপন! আজিকার রণ গত হোক্—
তোরে নিয়ে যাব পুনঃ কানন বিহারে।
দূরে···বহুদূরে···
কাজল গ্রামের শেষে দিগন্তের পারে।

কোনো এক বনানীর প্রচ্ছন্ন ছায়ায়···
সঙ্গিহীন অসীম নিরালা
মিলাবে একান্ত দু'টি প্রাণ।

উত্তরা। (উৎফুল্ল হইয়া) কেহ রহিবেনা কাছে।
মাথার উপরে শুধু অতন্দ্র আকাশ···
পাহাড়ের বন হ'তে হিল্লোল বহিয়া যাবে
মহুয়া সুবাস···দূরে গা'বে
নামহারা পাখী!
কেবল দু'টিতে মোরা···আর কেহ নয়!
তোমারে এমন পেলে···কী যে ভাল লাগে
বলিতে পারি না!
আমরা দুটি তো শুধু!

অভি। হ্যাঁ···হ্যাঁ,—রে আমার বনের হরিণী—
ভীরু ও সজল দিঠি আলো ভরে দাও
হাসি আন মুখে; আমারে এবার
বিদায় যে দিতে হ'বে।
(বাহিরে সেনাদের জয়ধ্বনি ও রণদামামার ধ্বনি)
অই মহোল্লাসে মাতি সেনাদল
আমারে আহ্বান করে।
প্রিয়া,—আসি তবে—

উত্তরা। আমি কিন্তু সারা দিন পথ চেয়ে র'ব—
বিলম্ব কোরো না প্রিয়—

অভি। না—না—

উত্তরা। দাঁড়াও—

অভি। কি উত্তরা ?—

উত্তরা। যাইবার আগে—
এঁকে দাও ললাটে আমার
নারায়ণী সিঁদুরের রেখা।

(অভিমন্যু কৌটা খুলিতে গেল…অকস্মাৎ কৌটা হাত হইতে পড়িয়া গেল…রক্তিম সিঁদুর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল…নেপথ্যে মৃদু যন্ত্রধ্বনি উঠিতেছিল ; তাহাও সেই সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল…উত্তরা, অভিমন্যু বিদ্যুৎপৃষ্ঠের ন্যায় চমকিয়া উঠিল)

অভি। উত্তরা !—

উত্তরা। অভি !—

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রান্তর ; শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। হে কেশব, বাক্য তব করি প্রণিধান।
সত্যরক্ষা হেতু জ্বলিয়াছে কুরুক্ষেত্র সমর অনল ;
সত্য মোরে কর্ম্মক্ষেত্রে করে আহ্বান।
আজিকার ধ্বংসলীলা, জ্বালামুখী বাণে মম
সংশপ্তক বধ, করে নাই চিত্ত মম ব্যাকুল চঞ্চল ;
কি কারণে জান কি কেশব ?
শিবিরে ফিরিয়া পাবো
সত্য, শান্ত, স্নিগ্ধ পরশন, প্রিয়জন মাঝে
এই ভরসায়—

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য-সন্ধ রাজা যুধিষ্ঠির ; অনুচর, সহচর
সবে তাঁর সত্যের সেবক—

অর্জ্জুন।　সর্ব্ব অগ্রে দ্বিজদল "স্বস্তি, স্বস্তি" রবে উচ্চারিবে
আশিস বচন।　রণ প্রত্যাগত আমা দোঁহে
ঘিরি কুতুহলে, বৈতালিক তুলিবে সঙ্গীত…
হৃষ্ট মন স্বপক্ষ স্বজন—জনার্দ্দন, ভেবে দেখ
একবার, সত্যের সে অপূর্ব্ব-মূরতি।
জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ, স্নেহ আশীর্ব্বাদ ভরা
বক্ষমাঝে তাঁর লইব আশ্রয়।　সম্ভাষিবে
মধ্যম পাণ্ডব।　পুত্র মম অভিমন্যু
সম্মুখে দাঁড়াবে আসি দৃপ্ত-তেজ-কিশোর-কেশরী!
সীমন্তিনী বধূ মাতা কল্যাণী আমার
প্রশান্ত মধুর হাসি—

(সহসা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল)

জনার্দ্দন,—জনার্দ্দন,—
এ কী অকস্মাৎ!

শ্রীকৃষ্ণ।　কী সখা,—

অর্জ্জুন।　আচম্বিতে যেন শিহরিল শ্যাম-তনু তব!

শ্রীকৃষ্ণ।　পুরাতন কথা এক জাগিল স্মরণে—
তাই মন হ'ল উচাটন।
ত্যজি' লীলা বৃন্দাবন—কৈশোর স্বপন—
যবে আমি আসি মথুরায়—
ব্যাকুল গোপিকাকুল
কাঁদিয়া পাগল-পারা—
অশ্রুবানে মগ্ন ব্রজধাম।
"হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" রব তরঙ্গিয়া ওঠে—

সারা বৃন্দাবনে।
ব্রজাঙ্গনা আঁখিজল ধরি' হিয়া 'পরে—
যমুনা গুমরি কাঁদে,—
অন্ধকার বনচ্ছায়া থমকি চমকে
অন্তর্ঘন বাষ্পের আবেগে !···
তা'রা তো বোঝে না হায়—
আঁখির বাহির বলে কভু নহি মনের বাহির ;
রহি যত দূর দূরান্তরে
মুগ্ধ প্রাণ বাঁধা থাকে প্রিয়জন পাশে
নিবিড়-গহন-প্রেম-করুণ-বাঁধনে !

অর্জ্জুন। কিন্তু সে কথা এখন কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। কেমনে কহিব ?
অকস্মাৎ হইল স্মরণ, তাই বলিতেছি।
আঁখির বাহির নহে মনের বাহির,
দেহের অদেখা হ'লে—ধরা দেন দেহের অতীত।

অর্জ্জুন। হে মুরারি,—বাক্য তব বুঝিতে না পারি !
দোলে মন সন্দেহ দোলায়।
রহস্য—রহস্যজালে ঘিরিয়াছ যেন—
কী এক কঠোর সত্য—

(নেপথ্যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কপিল)

কপিল। দেবদত্ত, দেবদত্ত,
কোথা তুই ?—ফিরে আয়—দেবদত্ত,

অর্জ্জুন। কে ? কণ্ঠভরা হেন আকুলতা নিয়ে
কে ডাকে কাহারে ? কে তুমি ?

(কপিলের প্রবেশ)

কপিল। আমি? মোর কোন পরিচয় নাই।
আগে বলো—দেখিয়াছ তারে?

অর্জ্জুন। কে সে? কী সম্বন্ধ তোমার সহিত?

কপিল। কী সম্বন্ধ আমার সহিত! সে যে এই—
দু'টী অন্ধ নয়নের আলো,
এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অস্তিত্বের ধন।
শোনো—শোনো, বলি পরিচয়,—
ষোড়শবর্ষীয়া শিশু— ছিন্নবাস পরিধানে
তবুও অপূর্ব্ব কান্তি
দিব্য-জ্যোতি খেলে কলেবরে।
আমার সন্তান;—সেই মোর দেবদত্ত
কুরুক্ষেত্র রণে গেল। দেখিয়াছ তা'রে?

অর্জ্জুন। তোমার সন্তান?
ষোড়শবর্ষীয় এক বিপ্রশিশু সমর অঙ্গণে!

কপিল। শুনিল না বারণ আমার।
আজি কুরুক্ষেত্র রণে—
কে এক কিশোর বীর—যুদ্ধ করে দেব-নর-ত্রাস—

অর্জ্জুন। কিশোর বীর!

কপিল। হ্যাঁ হ্যাঁ—পাণ্ডুবংশধর—সপ্তরথী রণ!
মোর পুত্র দূর হ'তে সমর দেখিল।
কৌতুহল দমিতে না'রিয়া, কহিল আমারে,—
"পিতা, এই শাল্মলী তরুর তলে
করহ বিশ্রাম; সমর দেখিয়া আসি।"

ছুটে গেল ; কত যে ডাকিনু পিছে—
কেহ শুনিল না।
তারপর···কী প্রলয় হয়ে গেল আজ !
তার মাঝে কোথা খুঁজে পাবো—
আমার হারাণো নিধি !
বল—বল,—কে তুমি ? দেখিয়াছ তা'রে ?

অর্জ্জুন। শান্ত···শান্ত হে ব্রাহ্মণ—

কপিল। কেমনে হইব শান্ত তা'রে নাহি পেলে ?
ওগো, অন্ধ আমি—
সে আমার নয়নের আলো।
খুঁজে আনো খুঁজে আনো—

অর্জ্জুন। কোথায় খুঁজিব তা'রে ?
ভীষণ সমর—
লক্ষ কোটী সেনাগজ হত তুরঙ্গম
পড়িয়াছে কুরুক্ষেত্রে দিক্‌চয় ঘেরী।
মানব-অগম্য নিশীথ শ্মশান সম
রুধির-পঙ্কিল রণস্থল।
তা'র মাঝে কোথায় খুঁজিব রে উন্মাদ,
সন্তান তোমার ?

কপিল। তবে—তবে কি উপায় হ'বে ?
না না···পিতা আমি—
আমি তা'রে খুঁজিতে পারিব।
আমার অগম্য নাই
ত্রিজগতে কোনো স্থান আজ।

ছেড়ে দাও···ছেড়ে দাও,
দেবদত্ত—দেবদত্ত,—
কোথা যাও ? শোনো হে ব্রাহ্মণ,
বৃথা তা'রে কেন অন্বেষণ ?
কেন এ কাকুতি তব ?
ধরণীর সকল কিশোরে তব দেবদত্ত ভাবি'
মনেরে সান্ত্বনা দাও।
শোনো—শোনো—
আমারও রয়েছে এক কিশোর সন্তান
তা'রও রূপে ত্রিজগৎ আলো,
তা'রও গুণ তা'রও শৌর্য্য নহে সাধারণ।
তা'রে তুমি বুকে টেনে নাও।
ওরে, ওরে, বক্ষমণি-হারা ব্যথাতুর পিতা,
মোর অভিমন্যু
আজ হ'তে তোমার সন্তান।

কপিল। কী—কী বলিলে নাম !

অর্জ্জুন। অভিমন্যু—

কপিল। অভিমন্যু ! তবে—তবে তুমি—

অর্জ্জুন। আমি তৃতীয়-পাণ্ডব।
চমৎকৃত কি হেতু ব্রাহ্মণ ?
হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুবন বিখ্যাত সেই ভাগ্যবান আমি
যা'র রথে বসেছেন নিজে নারায়ণ,
অগ্রজ যাহার ধর্ম্মরাজ, পুত্র অভিমন্যু—

কপিল। থাক্ থাক্...আর বলিও না।

ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও এইবার মোরে।
এখনো শোনোনি বুঝি—

অর্জ্জুন। কী? কী শুনিব?

কপিল। কিছু নয়, ছেড়ে দাও…ছেড়ে দাও,
দেবদত্তে খুঁজে আসি—

অর্জ্জুন। বল্—বল্—
কোথা যাস্ রে উন্মাদ?
করি পণ—
ঐশ্বর্য্য সম্পদ যা' কিছু আমার আছে
সমভাগী করিব তোমারে—

কপিল। সমভাগী! সমভাগী!
ওরে রিক্ত, ওরে নিঃস্ব, ওরে সর্ব্বহারা,
তুমি মোরে করিবে করুণা!
ছেড়ে দাও, দেবদত্তে খুঁজে আসি…
দেবদত্ত—দেবদত্ত—

[বেগে প্রস্থান

অর্জ্জুন। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ—

শ্রীকৃষ্ণ। কোথা যাও সব্যসাচী?
উন্মাদ ব্রাহ্মণ—পুত্রশোকে ছন্নমতি,
তা'র পিছে কি হেতু ছুটিবে?

অর্জ্জুন। উন্মাদ! উন্মাদ বিপ্র! তাই হ'বে!
এ কি বুক কাঁপে কেন?
ওষ্ঠ জিহ্বা শুষ্ক হয়ে আসে!
ব্যাধি! এ কি অকস্মাৎ
কোন ব্যাধি আক্রমণ করিল আমারে!

চোখ কেন জলে ভরে আসে !
চোখে জল ! হে কেশব, দেখ চমৎকার
রণবেশধারী সব্যসাচী,
তা'র দুই চোখ জলে ভরে গেছে !

(ধরণীর মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে এক করুণ সঙ্গীত উত্থিত হইল)

গীত

যায় নিভে যায় চোখের জলে
চোখের আলো, দিনের আলো,
সূর্য্য-চিতার রক্ত-শিখা
চিত্তে আমার কে জ্বালাল !

অর্জ্জুন। কেশব, কেশব,—
সত্য করি কহ মোরে—
এ গান কাহার ?

শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্ব প্রকৃতির ! ধরণীর বুক হ'তে
হেন গাথা জাগে নিরন্তর ;
মত্ত মোরা রহি কোলাহলে
তাই সদা শ্রবণে না পশে ।

অর্জ্জুন। কিন্তু—
এত সকরুণ বেদনার গান !

শ্রীকৃষ্ণ। পলকে পলকে ঝরে নিখিল কাননে
নাম-হারা বৃন্ত-হারা কতো ফুল কলি,
শুকায় শ্যামলীলতা,
তপ্ত আঁখি জলে—ম্লান হয়

বকুলের বাসক শয়ন কতো মধুরাতে
কে রাখে সন্ধান তা'র ?
মৌনা এই বসুধা জননী
সর্ব্বস্মৃতি হৃৎপিণ্ড তলে তাঁর
লেখা হয় শোনিত অক্ষরে।
তাই মাতা রহি' রহি' ফুকারিয়া কাঁদে
দুঃসহ বেদনা ভরে।
পার্থ—

অর্জ্জুন। (শ্রীকৃষ্ণের হাত বুকে টানিয়া লইলেন)
এইখানে রাখো হাত।
বলো কিসের আভাস পাও ?
তনু মন সর্ব্বস্ব আমার
ডালি দিছি রাঙা পায় ;
নিঠুর কেশব. তবু বুঝিবে না ব্যথা !
পাণ্ডব জীবন ধন, পাণ্ডবের জীবন প্রাণ মন,
তুমি বিনা পাণ্ডবের কে আছে কোথায় ?
বলো, কুশল সবার ?

শ্রীকৃষ্ণ। অমঙ্গল কোথা পাণ্ডবের ?

অর্জ্জুন। তবু মন যে চাহেনা মোর
মানিতে প্রবোধ।
সংশপ্তক রণজয়ী চলেছি শিবিরে,
রণ বার্ত্তা সুধাইতে কেহ তো আসে না !
চির-পূজ্য ধর্ম্মরাজ, ভ্রাতা বৃকোদর,
সহদেব, অনুজ নকুল—কোথায় তাহারা ?

কোথা…কোথা মোর সর্ব্ব গর্ব্ব,
নয়নের আলো—
অভি—অভি—অভিমন্যু মোর ?

(নেপথ্যে আবার যেন কোন্ অশরীরি বাণী সঙ্গীতের মীড়ে মীড়ে কাঁদিয়া উঠিল)

গীত

ঝরা-ফুলের আত্মা কেঁদে
খুঁজছে হারা-গন্ধ
খুঁজছে আমার মর্ম্ম-মরু
কোথায় সবুজ-ছন্দ।
শ্মশান ধোঁয়ায় আকাশ বাতাস
কেমন করে বাসব ভাল !
যায় নিভে যায়…

[ধীরে ধীরে রক্ত-রবি ডুবিয়া গেল ; সব অন্ধকার…একটু পরে ম্লান চন্দ্রালোক দেখা দিল। অর্জ্জুনের সারা দেহ চঞ্চল হইল ; মুগ্ধের মত তিনি সে অদৃশ্য সঙ্গীতকে যেন অনুসরণ করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাধা দিলেন…]

শ্রীকৃষ্ণ। ফাল্গুনী,—

অর্জ্জুন। পার যদি অই কণ্ঠ রুদ্ধ করে দাও,
সঙ্গীত-রূপিণী অই অলক্ষ্যচারিণী—
উন্মাদ করিল মোরে।
রুদ্ধ করো—ক্ষান্ত করো ওরে—

শ্রীকৃষ্ণ। শান্ত হও প্রিয়,—

অর্জ্জুন। সারা বিশ্ব মথিত বেদনা,
তপ্ত অশ্রু উপহার—
তুমি কি বোঝ নি কৃষ্ণ, শোনো নি এখনো—

ছন্দে গানে উচ্ছ্বসিয়া বার বার কহিছে আমারে
"রে অর্জ্জুন—রে অর্জ্জুন,—
পুঞ্জীভূত এ ক্রন্দন তোরি লাগি শুধু—"

শ্রীকৃষ্ণ। হে ফাল্গুনি, এইবার তবে
কালি রজনীর কথা করহ স্মরণ—
সত্য যদি নিয়তির সনে
হ'য়ে থাকে সমর আরম্ভ,—
দুঃখের মূরতি ধরি'—সত্য যদি এসে থাকে
জীবনে তোমার
সুমহান্ পরীক্ষা সময়—
তোমার কি চঞ্চলতা সাজিবে অর্জ্জুন ?

অর্জ্জুন। সত্য···সত্য কথা বলেছ মাধব,—
নিয়তিরে লভিয়াছি প্রতিদ্বন্দ্বী মম ;
নিয়তির সনে রণ মোর।
হে মাধব,—আর আমি কিছুমাত্র না হ'ব চঞ্চল।

দৃশ্য

পাণ্ডব শিবিরের একাংশ

সুভদ্রা ও দ্রৌপদী

সুভদ্রা। পায়ে ধরি তব—
এ চাঞ্চল্য কর পরিহার।
ধর্ম্মরাজ মুহ্যমান···ক্ষীপ্ত ভীমসেন···

শোকমগ্ন সহদেব…অনুজ নকুল।
তুমি দিদি, পাণ্ডবের কল্যাণী-প্রতিমা,
ধ্রুবতারা সম রাজ্যে সংসার শিয়রে ;
সর্ব্বংসহা কুললক্ষ্মী ওগো,
তুমি যদি ফেল অশ্রুজল
কে তবে করিবে শান্ত অশান্ত পাণ্ডবে !

দ্রৌপদী। নহি কুললক্ষ্মী আর,
কুলগ্রাসী রাক্ষসী দ্রৌপদী।
মেলিয়া করাল জিহ্বা ছিন্নমস্তা সম
আপন বক্ষের ধনে করিলাম গ্রাস।
স্বর্ণলতা বধূ কাঁদে লুটায় ধূলায় ;
হায় হায়…মাতা হয়ে—
স্বহস্তে মুছিনু তার সিঁথির সিঁদুর !
মহা সর্ব্বনাশী আমি—
কেন জ্বালিলাম এই সর্ব্বনাশা সমর অনল !
কেন পাঠালেম রণে প্রাণপ্রিয় অভিমন্যে মোর !
ভদ্রা,—ভদ্রা,—
নিবারিতে পারিলি না মোরে ?
কেন বলিলি না বোন্—
"অভিমন্যু আমার সন্তান…
আমি তারে দিব না যাইতে।"

সুভদ্রা। কেন নিবারিব দিদি ?
বুঝিয়াছি স্থির—
অভিমন্যু নহে মোর, তোমারও সে নহে।

সে যে ছিল গোবিন্দের ধন—
গোবিন্দ আপনি তারে করেছে গ্রহণ!
অশান্ত নয়নে যদি আসে অশ্রুজল
পুঞ্জীত করিয়া তারে রাখো মর্ম্মতলে—
তারপর নিভৃত নির্জ্জনে···লুকাইয়া
সারা বিশ্বজনে—
নীরবে ঢালিও অশ্রু
ব্যথাহারী গোবিন্দের রাতুল চরণে।

দ্রৌপদী। ভদ্রা,—ভদ্রা,—

সুভদ্রা। যাও দিদি,—শোকমগ্ন পৌরজনে
প্রকৃতিস্থ কর···মূর্চ্ছাগত উত্তরারে
প্রদান চেতনা।
আমি যাই মহাকাল শিবের মন্দিরে··
ভক্তিভরে পূজিব তাঁহারে—

(সুভদ্রা দ্রৌপদীর প্রস্থান···অপর দিক হইতে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। কে···কে হোথায়! মধ্যম!
এসো···রণবার্ত্তা দাও।
একি! লুকাও কি হেতু!

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। লুকাবো! লুকাবো কি হেতু।
আমি লুকাইলে—লজ্জাহীন শৃগাল-তাড়িত
কলঙ্কী জীবন লয়ে কে বাঁচিবে আর!
আমি কোথা লুকাইব? লুকায়েছে শুধু
ভূকম্প, অনলস্রাব, ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণীবায়,

প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস, বজ্র হুহুঙ্কার—
আমারে বাঁচায়ে রেখে যুগান্তরের তরে।

অর্জ্জুন। ক্ষত্রিয়-গৌরব তুমি হে অগ্রজ—
তোমার কি সাজে কভু হেন চঞ্চলতা!
রণবার্ত্তা [illegible]।

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্য ভীমসেন,—
কী বলিব আমি আপনারে!
অই দেহ…অই বক্ষ সুবিশাল
হিমাদ্রির স্থৈর্য্য সেথা যোগ্য চিরদিন!
অচঞ্চল হের সখা মোর,—
আর অচঞ্চল…হ্যাঁ…অচঞ্চল চিত্ত আমি।

ভীম। আমিও চঞ্চল নহি;
পাষাণে বেঁধেছি বুক। নহে—
শত্রুব্যূহে কিশোর বালক—
"কোথা তাত, কোথা তাত বৃকোদর" বলি
পুনঃ পুনঃ করিল আহ্বান—
বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি স্বকর্ণে শুনিনু!
শ্বাস মোর রুদ্ধ হইল না,
বক্ষের স্পন্দন মোর লভিল না অনন্ত-বিরাম!

অর্জ্জুন। বাহিরে দাঁড়ায়ে!

ভীম। বাহিরে দাঁড়ায়ে।
দ্রোণগুরু করে মহামার
দুর্ভেদ্য সে কাল-ব্যূহ রচি।
ভেদিবার পথ নাহি

জয়োল্লাসে মাতে বৈরী দল।
আহত তক্ষক সম রুষিল বালক—
"রহ…রহ,…আমি অগ্রে করি ব্যূহভেদ…
তুমি তাত আসিও পশ্চাতে।"

অর্জ্জুন। পারিল! পারিল সে ব্যূহ ভেদিবারে!

ভীম। পারিল না! চক্ষের পলকে
ইরম্মদ সমবেগে ছুটিল বালক
চূর্ণ করি ব্যূহদ্বার। অস্ত্রের ঘূর্ণনে তার
ঝলসি বিজলী ছটা বাঁধিল নয়ন;
আচম্বিতে চমকি দাঁড়ানু—

অর্জ্জুন। তারপর…তারপর!

ভীম। নয়ন না পালটিতে হেরি—
রুদ্ধ ব্যূহ! পাণ্ডবের সর্ব্বশক্তি
প্রতিহত হল—
গিরি মূলে সাগরোর্ম্মি যথা!

অর্জ্জুন। কে! কে তোমারে বাধা দিল
ব্যূহ প্রবেশিতে!

ভীম। জয়দ্রথ—

অর্জ্জুন। জয়দ্রথ! সিন্ধুরাজ?

ভীম। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ!
বনবাসে শূন্য গৃহে পাঞ্চালীরে করিয়া হরণ
একদিন যে দুর্ম্মতি পলাইতে ছিল…
কেশে আকর্ষিয়া যারে
ফেলিলাম পাঞ্চালীর পায়…

আছাড়ি মারিতে সাধ,
ক্ষমিলাম যারে শুধু জ্যেষ্ঠের বচনে—
সেই আজ নিবারিল মোরে ব্যূহে প্রবেশিতে!
ওঃ, মৃত্যু…কোথা মৃত্যু…
বৃকোদর নাম লুপ্ত হোক্…
চিহ্ন তার ডুবে যাক্
চির-ঘন-বিস্মৃতির তলে।

অর্জ্জুন। জয়দ্রথ! জয়দ্রথ!

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষুদ্রশক্তি জয়দ্রথ; সাধ্য কি তাহার—
নিবারে সমরে তোমা: শুন কহি গুপ্তকথা,
তব করে লাঞ্ছিত হইয়া
গহন কাননে পশি
দীর্ঘকাল করিল সে শঙ্করে সাধনা।
তপস্যায় তুষ্ট হয়ে
শূলী-শম্ভু বর দিলা তারে; সেই বরে
আজিকার রণে সে অজেয়।

ভীম সহস্র প্রণাম মোর সে দেবের পায়
যার বরে লভিল সে এ হেন বিজয়!
ব্যূহ মাঝে একা শিশু যুঝে সঙ্গীহারা
সপ্তরথী মিলি তারে
এককালে এক সাথে করে অস্ত্রাঘাত—

অর্জ্জুন। সপ্তরথী! এককালে! একসাথে!

ভীম। ভাবি নাই, হেন নিষ্ঠুরতা
ক্ষত্ররণে সম্ভবে কখনো।

দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন আদি
বারবার পরাজিত অভিমন্যু করে
ফেরুপাল সম—
পুনঃ পুনঃ পলাইয়া বাঁচে।
সম্মুখ-সংগ্রামে আর রক্ষা নাহি হেরি
বালকেরে ঘেরি
সপ্তজনে বাণ জোড়ে সপ্ত শরাসনে।
কেহ কাটে ধনুর্গুণ…কেহ অশ্বরথ…
কেহ খড়্গ চর্ম্ম…কেহ বা তূণীর—

অর্জ্জুন। ওঃ…সম্বর…সম্বর আর্য্য,
মিনতি চরণে—

ভীম। দুই বাহু…দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলি কিশোর বালক
উচ্চকণ্ঠে ফুকারি উঠিল—
"পিতা…পিতা, কোথা তুমি,
কোথায় মাতুল কৃষ্ণ,
দেখে যাও ক্ষত্রিয়ের রণ আচরণ—"

অর্জ্জুন। ক্ষত্রিয়ের রণ আচরণ!
অই…অই…আবার সে আহ্বান তাহার!
সংখ্যাতীত সেনানীর সমর কল্লোল
নির্ব্বাপিত করি
ওই ডাকে শিশু মোরে রক্ত-সিন্ধুমাঝে।
সপ্তরথী নির্লজ্জ নিষ্ঠুর
তার মাঝে অই অভি একা যুঝিতেছে
ভগ্ন অসি রথচক্র কোদণ্ড লইয়া!

অই ক্ষতদেহ রুধির নিস্রাব !
অই মোর বংশের তিলক !
দাঁড়া...দাঁড়া অভি, পিতা তোর
গাণ্ডীব টঙ্কারি চলে
হীন বীর্য্য ক্ষত্রিয়েরে শিখাতে সমর—

শ্রীকৃষ্ণ। পার্থ, উন্মাদ হইলে তুমি।
পার্থ...পার্থ...

অর্জ্জুন। কে ! জনার্দ্দন !
কি বলিতে চাও ?

শ্রীকৃষ্ণ। স্থির হও...শান্ত সমাহিত চিত্তে
কার্য্য কর প্রিয় ;
ক্ষত্রিয়ের আদর্শ যে তুমি।

অর্জ্জুন। ভাল, বলে দাও তবে,
ক্ষত্রিয়ত্ব কি চাহিছে আমার নিকটে ?
প্রশান্ত বিরাম ?

শ্রীকৃষ্ণ না...না...ক্ষত্রিয়ত্ব চাহে প্রতিশোধ !

অর্জ্জুন। চাহে প্রতিশোধ ! বিন্দু বিন্দু করি
নিঃশেষে করিল তার বক্ষ-রক্ত যত
ভাসাইয়া কুরুক্ষেত্র...রাঙা করি
হিরণ্বতি জল—
কী কথা বলিছে তারা ?

ভীম। প্রতিশোধ...রে ক্ষত্রিয়, লহ প্রতিশোধ—

[অর্জ্জু]ন রে ক্ষত্রিয়, লহ প্রতিশোধ—।

(দৃঢ়পদে অগ্রসর হইলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। একি! এখনি কোথায় যাও?

অর্জ্জুন। অনির্দ্দিষ্ট গতি মোর;
নাহি জানি কোথা!
কুরুক্ষেত্র··· প্রান্তর···কানন···
গিরিশৃঙ্গ···উল্কালোক···গ্রহ উপগ্রহ
যেথা নিক্ দস্যুদল গোপন আশ্রয়,
হোক্ স্বর্গ···হোক্ মর্ত্ত্য···হোক্ রসাতল—
আকর্ষিয়া জ্বালামুখী বাণের সন্ধানে
বাহিরে আনিব একবার; তারপর,
বাদী হয় ত্রিজগৎ বাসী...বাদী হন্
দেবেন্দ্রবাসব···কিম্বা নিজে রুদ্রমহাকাল
দেখিব···দেখিব একবার,
পুত্রহারা ফাল্গুনীর রোষ বহ্নি হ'তে
কার সাধ্য বাঁচায় তস্করে—

(পুনঃ গমনোদ্যত; এমন সময় উত্তরা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল,
পশ্চাতে দ্রৌপদী)

উত্তরা। কৈ···কৈ মোর অভি?

অর্জ্জুন। ছাড়্···ছাড়্ মায়াবিনী—

উত্তরা। আগে বল—অভি···অভি কোথা গেছে?

অর্জ্জুন। উত্তরা!···ওঃ···এইবার সব ভেসে গেল—

উত্তরা। (সম্মুখে আসিয়া সকলের মুখের পানে তাকাইল)
এই যে, যুদ্ধ জয় করে
সকলে এসেছ ফিরে; তবে,
তবে সে আমার কোথা?

সেই কোন্ ভোরবেলা গেল,
কয়ে গেল…অরি দলি এখনি ফিরিব।
সারাদিন বসি বাতায়নে
তারি লাগি গাঁথিয়াছি মালা…
সেই মালা শুকায়ে গেছে, ঝরে গেছে ফুল,
তবু, অভি তো এল না!
দিন চলে গেছে—
ওপারের তালীবনে নেমেছে আঁধার,
মাঠে আর নদী জলে
কালো চুল এলাইয়া কে যেন গোঙায়!
বড় ভয় বাসি মাগো, অভি একা কোথা?

দ্রৌপদী   উত্তরা, আবার এ পাগলের মত
কী সুরু করিলি? ছিঃ মা,
এতক্ষণ কি বোঝানু তবে?
সে যে চলে গেছে…আর ফিরিবে না!

উত্তরা   কেন··কেন ফিরিবে না?
কেন চলে যায়? মাগো,—
কহি তোর চরণ পরশি'
আমি তারে কিছু বলি নাই—
কোন ব্যথা দিই নি পরাণে—
বল্ মাগো, এত তার কেন অভিমান?

দ্রৌপদী।   উত্তরা, মা আমার,—

উত্তরা।   যুদ্ধ সাঙ্গ হবে—
তারপর, দুটীতে মিলিয়া

দূরে যাব নদ-নদীপারে।
যেখানে মহুয়া বনে ফুটে রাঙা ফুল···
নামহারা পাখী গাহে গান !
পিতা, পিতা,—
একবারও আসিবে না অভি ?
কত কথা অ-কওয়া রয়েছে—
ওমা, মোর কত গান এখনো গাহিনি !

দ্রৌপদী। মুছে ফেল্···মুছে ফেল্ আঁখি···
নিজে কেঁদে অভাগিনী,
জননীরে কাঁদাস্ নে আর—

উত্তরা। এই আমি মুছিনু নয়ন !
বলো পিতা,—সে আসিবে ফিরে ?
কাঁদিব না···কাঁদাব না কারে···দেখ তুমি।
বলো···বলো—

(অর্জ্জুনের কণ্ঠলগ্ন হইল)

অর্জ্জুন। আকাশের সুখ-সুপ্ত যতেক দেবতা,—
একবার নেমে এসো—
মানব পিতার বক্ষ মাঝে।
স্বর্ণলতা···স্নেহের দুলালী মোর···
এ আমারে কী কথা সুধায় ?
তাহারে প্রবোধ দিতে—
ভাষা দাও···ভাষা দাও ওষ্ঠপুটে মোর।

উত্তরা। পিতা···পিতা—

অর্জ্জুন। হে বাসব,—নিবাত কবচ বধি'

স্বর্গলক্ষ্মী যেই জন
সগৌরবে আনিল ফিরায়ে…
সেই সব্যসাচী
আপন পুত্রেরে আজ কোথা রেখে এল
পুত্রবধূ সুধায় কাতরে !
কী তারে প্রবোধ দিব !

শ্রীকৃষ্ণ। মাগো—অসীম বিশ্বাসে
চিরদিন ভালবাস মোরে। তাই বলি—
স্থিরচিত্তে শুন মোর কথা…
আঁখিজল মুছে ফেল ধীরে।
অধর্ম্ম করিতে নাশ…
অভিমন্যু রণাঙ্গণে লভিল শয়ন !

উত্তরা। সত্য ! সত্য ! রণাঙ্গণে পড়িয়াছে অভি !
কিন্তু এ যে অসম্ভব !
হেন অসম্ভব—কেমনে বিশ্বাস করি !
কে তাহারে বিনাশিল ? কী বুঝাও মোরে ?
জ্যেষ্ঠতাত গদাধর ভীম…
শিবজয়ী ধনঞ্জয় পিতা…
মাতুল গোবিন্দ নিজে…
এত যার সহায় রয়েছে,
সেই বীর্য্যদীপ্ত মহাবীর—
তিনলোকে শত্রু কে তাহার ?
কে সাহসী কেশাগ্র ছুঁইতে ?

শ্রীকৃষ্ণ। অন্যায় সমর মাতা—নীতিহীন রণ,—

নহে কে বাঁধিবে তারে ?
শত্রুব্যূহে একা অভি করে মহামার—
হাহাকারে পলায় অরাতি। শেষে—
কৌরবের গুরু দ্রোণ, কর্ণ, দুঃশাসন…
সপ্তরথী একত্র হইয়া
একসাথে হানিল শায়ক ;
সপ্তরথী একসাথে একক শিশুরে—

উত্তরা। উঃ, মা,…মাগো,—

দ্রৌপদী। উত্তরা,—উত্তরা,—একি হ'ল!

উত্তরা। না, কিছু নয়।
সাতজনে…সাতজনে মিলে!
পিতা,—কোথায় আছিলে তবে
সারাদিন তুমি ? পাও নাই যুদ্ধের সংবাদ ?
শোনো নাই বুঝি—
সাত ব্যাধে তারে ধ'রি হত্যা করিয়াছে!
সারা অঙ্গে রক্তধারা ঝরে—
একহাতে তরবারি—অন্যহাতে মুছিয়া ললাট…
সে কতো ডাকিল,—
"পিতা, পিতা, কোথায় মাতুল কৃষ্ণ"—
কিছু শোনো নাই ? পিতা ?

(অর্জ্জুন অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিয়া একপার্শ্বে সরিয়া গেলেন ;
উত্তরা এইবার ভীমের পানে তাকাইল)

ভীম। না…না…মোরে নয়…মোরে নয়—

উত্তরা। হে পিতৃব্য—শুনিয়াছি—

অভি'র রক্ষক হয়ে তুমি গিয়েছিলে,
তুমিও কি শোন নাই আহ্বান তাহার ?

ভীম। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়, কক্ষচ্যুত হও গ্রহতারা…
জীবধ্বংসী অন্ধকার,—
এখনি লুকায়ে ফেল কলঙ্কী এ নিঠুর পাষাণে !
আর কত…আর কত—

দ্রৌপদী। শান্ত হও মহাভাগ, শান্ত হও স্বামী,—

শ্রীকৃষ্ণ। শান্ত হও প্রিয়,—
পুরুষ হইলে বিচলিত—নারী কি করিবে ?

উত্তরা। কেন বিচলিত হবে ! কেন অশ্রুজল !
এই দেখ, নারী আমি…
মোর চোখে নাহি আর এক ফোঁটা জল।
মুছ অশ্রু—মুছ অশ্রু সবে।

ভীম উত্তরা, মা আমার, আমি ছিনু রণাঙ্গণে,
তবু পারি নাই আমি অভি'রে রাখিতে !
হন্তারক তার স্বর্ণখাটে সুখে নিদ্রা যায়—
আর আমি…আর আমি—

উত্তরা তাই যদি হয়—অশ্রুজলে…দীর্ঘশ্বাসে
সে নিদ্রা কি রুদ্ধ হবে তার ?
ওঠো পিতা…ওঠো তবে কার্ম্মুক লইয়া—
গদা ধরো গদাধর ভীম,…
হে কেশব,—রথরশ্মী করিয়া ধারণ
পার্শ্বে বস বিজয় গৌরবে।
স্থাবর জঙ্গমময় প্রতি জীবলোকে

বহ্নিস্রাবী বাণ মুখে করহ ঘোষণা—
পাণ্ডব অক্ষম নহে…নহে শক্তিহীন—
শাস্তি দিতে বর্ব্বর অরিরে।

দ্রৌপদী। উত্তরা! উত্তরা!

উত্তরা। আর নয়…ডেকোনা আমারে।
আঁখিজল,—বাষ্প হয়ে যাও…
দীর্ঘশ্বাস,—ঘনাও প্রবল মেঘে।
স্বামীহন্তা জীবিত যদ্যপি…ক্ষত্রনারী…বীর জায়া—
কেন তার শোকের কাকুতি!
আজ হতে—জীবনের সব কাজ
সাঙ্গ করে দিনু; বেঁচে রব—
শুধু এক প্রতিশোধ তরে।

অর্জ্জুন। প্রতিশোধ তরে! একথা তোমার মুখে!
শোনো জনার্দ্দন,—উত্তরা চাহিছে প্রতিশোধ।
এই মূর্ত্তি…এই মূর্ত্তি মম উত্তরার।

উত্তরা। শোন পিতা,—
মুখ হতে অন্নজল…নয়নের ঘুম
আজি হতে দিলাম বিদায়।
শোন…শোন পিতা,—
স্বামীহন্তা সুতপ্ত শোণিতে
পতির চরণ মোর যতক্ষণ স্নান নাহি করে—
শবদেহ আঁকড়িয়া রব;
উত্তরার স্বামীদেহ ততক্ষণ হবে না সৎকার।

শ্রীকৃষ্ণ। মহাশক্তি জননীগো,—

তোর পণ কে করে বিফল ?
(অর্জ্জুনকে) আর কেন ?　এইবার—
জাগো অরিন্দম—

অর্জ্জুন।　—জাগো অরিন্দম—
তোমারও শ্রীমুখে এই কথা !
তুমিও বলিছ জনার্দ্দন !
শোন···শোন তবে···হে মাধব,—
শৌর্য্য বীর্য্য ফাল্গুনীর
স্তব্ধীভূত ছিল এতক্ষণ—
এই মূর্ত্তি···এই মূর্ত্তি দেখিব বলিয়া !
আঁখি-বিচ্ছুরিত এই রুদ্র-কালানলে
পূর্ণ করি নিতে শুধু অক্ষয়-তূণীর—
এতক্ষণ ছিনু প্রতিক্ষায়।　এইবারে—
"জাগো অরিন্দম···জাগো অরিন্দম"—

ভীম।　জয়দ্রথ !　জয়দ্রথ !　জ্বলিল অনল !
তীব্র অপমান...তীব্র শোকজ্বালা···
এইবারে হবে প্রতিশোধ—।

অর্জ্জুন।　জয়দ্রথ !　জয়দ্রথ !　হে মধ্যম,—
ভাল কথা করালে স্মরণ !
শোনো ওগো শোকাতুরা বুভুক্ষিতা মাতা,—
তব মর্ম্মজ্বালা—
অরাতির বক্ষরক্তে ধৌত করি দিব।
আকাশের সূর্য্যচন্দ্র···বসুন্ধরা সমুদ্র মেখলা···
সম্মুখে অগ্রজ ভীম···শ্রীগুরু গোবিন্দ···

সাক্ষী রাখি ক্ষত্রিয়ের চিরসাথী
শর শরাসন—
করিলাম পণ—
কালি কুরুক্ষেত্র রণে
অস্তাচলে দিবাকর না হতে বিলীন
নির্ম্মম ধরণী বুকে বাণে বাণে রচিব নিশ্চয়
জয়দ্রথ-অন্তিম শয়ন ;
এই পণ ব্যর্থ যদি হয়—
সত্য-ভ্রষ্ট বিফল জীবন
ডালি দিব জ্বলন্ত অনলে।

—— —

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বন মধ্যে মহাকাল মন্দির। দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি।

দুর্য্যো। জয়দ্রথ, জয়দ্রথ,—কোথা জয়দ্রথ ?

দুঃশা। ক্ষণকাল পূর্ব্বে তারে আসিতে দেখেছি
এই বনভূমে। শিব বরে আজি রণে
বিমুখিল সিন্ধুরাজ সকল পাণ্ডবে।
পুনরায় শিবতুষ্টিহেতু তাই পশিল কাননে।

শকুনি। শিবতুষ্টি ? ভাগিনেয়, শিব তা'রে কৃপাবলে

সশরীরে করেছে গ্রহণ। পার্থ রোষ হতে
রক্ষিতে সে ভক্ত পুঙ্গবেরে, আপন উদর মাঝে
নিলেন টানিয়া। দেখিছ না—
ক্ষুধাবহ্নি ঠাকুরের তাহাতেও নহে প্রশমিত,
ঘুরিছে সধূম-অগ্নি মন্দির বেষ্টিয়া
চক্রধারী নাগসম লক্‌লক্ জিহ্বা প্রসারিয়া।
উঃ আগুনের তাপে যেন গাত্র-চর্ম্ম পুড়ে
পশিছে বিকট গন্ধ নাশার বিবরে !
ভাগিনেয়, ব্যাপারটা সুবিধার নহে ;
এসো মোরা এখান হতেই
সিন্ধুরাজে স্বস্তিবাক্য বলি'—উদ্দেশে প্রণাম করি
বৃষভবাহনে বস্ত্রাবাসে ফিরে গিয়ে হই নিরাপদ।

দুর্য্যো। সত্য…সত্য…দেখিয়াছ দুঃশাসন—
মন্দির ভেদিয়া যেন উঠিতেছে ঘননীল তীব্র হলাহল।
ক্রোধভরে নীলকণ্ঠ বিশ্বধ্বংস হেতু
সমুদ্র মন্থন জাত মহাবিষ করে কি উদ্গার ?
মহাপাপ…মহাপাপ করিয়াছি আজি রণস্থলে
সপ্তরথী অভিমন্যে একসাথে বধি ;
তারই প্রায়শ্চিত্ত বুঝি হইল সূচনা !

দুঃশা। কিন্তু হে অগ্রজ, ভুলিয়ো না যেন
অভিমন্যু বধিয়াছে তোমার আত্মজে ;
প্রাণপ্রিয় পুত্র তব কুমার লক্ষ্মণে—

দুর্য্যো। বলিয়ো না বলিয়ো না দুঃশাসন,
আমারে ভুলিতে দাও লক্ষ্মণের শোক।

এসো—এসো ত্বরা, খুঁজে দেখি কোথা জয়দ্রথ—

শকুনি। বৎস দুর্য্যোধন,—

দুর্য্যো। স্বেচ্ছায় জ্বালানু এই সমর অনল···
পঞ্চগ্রাম ভিক্ষাপ্রার্থি পাণ্ডবেরে বিমুখ করিয়া ;
কেন তবে শোক মোর ?
জ্বলুক···জ্বলুক অগ্নি বাধা নাহি দিব ;
উঠুক গর্জ্জিয়া তবে প্রলয় অনল
জতুগৃহ বহ্নিসম মহারোষে ব্যাপিয়া গগন
যায় যাক ভস্ম হয়ে আত্মবন্ধু। পরিবৃত
শত সহোদর সনে নিজে দুর্য্যোধন—
তবু মোর একপণ—
যাক্ প্রাণ মান না ছাড়িব।

(সকলের প্রস্থান ; অপরদিক হইতে জয়দ্রথকে ধরিয়া ঘটোৎকচের প্রবেশ)

জয়। হে রাক্ষস—একি অত্যাচার !
মুক্তি দে···মুক্তি দে মোরে—

ঘটো। হাঃ হাঃ হাঃ। চিরমুক্তি দিব তোমা শুন সিন্ধুরাজ ;
তাই আনিয়াছি মহাকাল শিবের মন্দিরে,
তাজারক্ত···তাজারক্ত···হাঃ হাঃ হাঃ

জয়। কেন চাস্ মোর রক্ত···
কী করেছি···কী করেছি আমি ?

ঘটো। কি করেছ ? এইখানে···এইখানে রাখো হাত,
দেখো একবার, বুকের পাঁজর ভেঙ্গে গুঁড়া করে দিয়ে,
স্নেহ মায়া ভালবাসা সব শুষে নিয়ে
মরুভূমি করিয়াছ...কিছু করো নাই।

জয়। রাক্ষস…রাক্ষস—

ঘটো। বড় তৃষ্ণা…বড় তৃষ্ণা!…আমার রাক্ষসী-তৃষ্ণা
মিটাইব আজ তাজারক্তে তোর।
পশুর অধম তুমি, রাক্ষসেরও ঘৃণা জাগে
রক্তপান করিতে তোমার।
তাই আনিয়াছি মহাকাল শিবের মন্দিরে
বলি দিয়ে দেবতার প্রসাদ খাইব। হাঃ হাঃ হাঃ

জয়। ক্ষমা…ক্ষমা…

ঘটো। ইষ্টদেবে চাহো ক্ষমা—ডাক ইষ্টদেবে—
ব্যোম শঙ্কর…ব্যোম শঙ্কর!

[খড়্গ তুলিল। সুভদ্রা পশ্চাৎ হইতে আসিয়া খড়্গ ধরিলেন]

সুভদ্রা। কি কর…কি কর পুত্র,—

ঘটো। কে? মাতা…মাতা! বাধা নাহি দাও মোরে;
জান কি জননী,—কেবা এই নর-পশু
বলি দিতে এনেছি যাহারে?

সুভদ্রা। জানি পুত্র, আমার সন্তান।

ঘটো। না…না…জানো না মাতা,
এই সেই বর্ব্বর পামর,
চক্রব্যূহ দ্বারে ছিল এই কুলাঙ্গার—
এই সেই জয়দ্রথ…পাপ সিন্ধুরাজ—

সুভদ্রা। জানি পুত্র,—জয়দ্রথ সন্তান আমার।
ক্রোধ পরিহর তুমি
হিংসা দিয়ে হিংসা নাশ হয় না কথন!
মোর মুখ পানে চাহি ক্ষমা করো এরে।

ঘটো। মাতা! মাতা! না না…তুমি মোর মাতা নহ!
মাতা বলে ডাকিব না তো।
নিষ্ঠুরা পাষাণী তুমি…কিম্বা তুমি জগত-জননী।

(ঘটোৎকচের প্রস্থান)

জয়। সত্য, সত্য দেবী, বুঝিতে না পারি
অকস্মাৎ বনে কি গো জগন্মাতা হলে আবির্ভূতা?
তোমার নয়নে চাহি বনচারী দুরন্ত রাক্ষস
ফেলিয়া উদ্যত-খড়্গ গেল পলাইয়া!
কহ দেবী, কিবা পরিচয়?

সুভদ্রা। পরিচয়ে কি হবে আমার?
উন্মাদিনী সম ফিরি কাননে প্রান্তরে।

জয়। নাহি জানি, দেবী কি মানবী তুমি!
যে হও সে হও—রাক্ষস কবল হতে রক্ষেছ আমারে;
এইবার রক্ষা করো রোষ-ক্ষুব্ধ ফাল্গুনীর করে।

সুভদ্রা। পুত্র,—

জয়। শিববরে বলিয়ান হয়ে পরাজিত করিয়াছি
চারি পাণ্ডবেরে! কিন্তু মাতা,
পার্থ হেতু যত ভয় মোর;
বধিয়াছি রণস্থলে এক মাত্র সন্তানে তাহার।
এসেছিনু শিব-তুষ্টি লাগি হেথা
পুনর্ব্বার অর্চ্চিতে তাঁহারে; কিন্তু দেবি,—
সাধ্য নাই পশিব মন্দিরে।
অই হের…অই হের, ঘূর্ণমান অগ্নিরাশি বেষ্টিয়া মন্দির
করাল নয়নে যেন ভর্ৎসিছে আমারে!

কেমনে যাইব হোথা…অর্চ্চিব মহেশে ?
তুমি যদি পার দেবি, শিবের অর্চ্চনা
করো আমার হইয়া ! পার্থ পরাজয় হেতু
পূজ মহেশ্বরে—

সুভদ্রা। পুত্র,—পুত্র,—

জয়। মাতা;—মাতা,—চরণে ধরিয়া তোর
করিছি মিনতি, ভয়াতুর সন্তানেরে
রক্ষিবি না মাতা ! মাগিবি না শিবপদে পুত্রের কল্যাণ ?

সুভদ্রা। পুত্রের কল্যাণ ! পুত্রের কল্যাণ !
হায়রে গর্ব্বিতা নারী, মনে মনে ছিল অভিমান
বিশ্বের সকল জীব তোমার সন্তান,
জগন্মাতা রূপে তুমি সর্ব্বজীবে করুণা করিবে,
দর্পহারী নারায়ণ তাই বুঝি করিলা প্রেরণ
পুত্রহন্তা ঘাতকেরে তোমার নিকটে
মাতৃ-স্নেহ-পিপাসিত সন্তানের বেশে !
"মা" বলিয়া ডাকে সে যে কাঙালের প্রায়
চাহে তোর পতি পরাজয়—
প্রার্থনা পূরণ তার করিবি না মাতা !

জয়। মাতা…মাতা…

সুভদ্রা। আবার…আবার ডাক্ রে মোর সন্তান,—
সুমধুর মাতৃ নামে ব্যাপ্ত করি দে রে তুই নিখিল ভুবন।
শোন্ পুত্র—প্রতিহিংসা…প্রতিহিংসা-দাবানল
দাউ দাউ করে, ধেয়ে আসে মাতৃত্বেরে গ্রাসিতে আমার ;
তুই পুত্র, তুই পুত্র, 'মা' বলিয়ে ডাকরে আবার—

মাতৃ-মন্ত্র-উদাত্ত-সঙ্গীতে, ডুবাইয়া দে রে ত্বরা সব কোলাহল

জয়। মাতা…মাতা…মাতা—

সুভদ্রা। মাতা আমি…মাতা আমি—

যুগে যুগে নিপীড়িতা সর্ব্বংসহা জগত জননী।

দেবনর যক্ষরক্ষ গন্ধর্ব্ব দানব

লক্ষকোটি সন্তানেরে ধরিয়াছি বুকে।

বাৎসল্য-গলিত-ধারা-বক্ষনীরে মোর

লক্ষকোটি সন্তানেরে যুগে যুগে করেছি পালন।

কেন এ ক্রন্দন…কেন এ ক্রন্দন তবে অবোধ সন্তান!

যে বুকে আঘাত দিলি, আয় পুত্র, সেই বুকে দিব তোরে স্থান;

চলে আয় নিঃশঙ্ক হৃদয়ে—

কল্যাণ চাহিয়া তোর বিল্বদলে পূজিব মহেশে।

(জয়দ্রথকে লইয়া মন্দির প্রবেশ : প্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ ও ঘটোৎকচের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। ঐ…ঐ শোন ঘটোৎকচ,

শিবস্তব করে ভদ্রা জয়দ্রথ কল্যাণ চাহিয়া।

অর্জ্জুন করেছে পণ, কালি রণে জয়দ্রথে করিবে নিধন;

অন্যথায় প্রবেশিবে জ্বলন্ত অনলে।

মাতৃমন্ত্রে উজ্জীবিতা সুভদ্রা ভগিনী

জয়দ্রথে বসাইল পুত্রের আসনে;

তাহার প্রার্থনা বাণী—

বায়ুস্তর ভেদ করি ধেয়ে যায় কৈলাস ভবনে—

ধ্যান-মগ্ন ধূর্জ্জটির চরণ-কমলে।

টলিবে মহেশ ভোলা, হবে সর্ব্বনাশ,

পার্থের প্রতিজ্ঞা আর রক্ষিতে না'রিব।

ঘটো। কি করিব…কি করিব আমি জনার্দ্দন ?
আমারে আদেশ দাও—
মহাকাল শিবলিঙ্গ করিয়া হরণ
ডুবাইয়া দিয়া আসি সাগরের জলে।
তার হেতু যত পাপ লাগুক আমার
শিবশাপে ধ্বংস হই আমি
তবু পূজা হইতে দিব না।

শ্রীকৃষ্ণ চুপ…চুপ…কৌশলে লভিব সিদ্ধি
শুন ঘটোৎকচ; এক কার্য্য কর বৎস,
হেথায় দাঁড়ায়ে "সুভদ্রা জনন." বলি
বার বার ডাক উচ্চরোলে…ডাক ত্বরা,
রহিলাম আমি অন্তরালে—

[প্রস্থানোদ্যত

ঘটো। কিন্তু জননী যে ধ্যানে বসিয়াছে;
সে ডাক কি শুনিবে জননী ?—

শ্রীকৃষ্ণ। না শুনুক, কিন্তু শুনিবে তো জয়দ্রথ ?
আমিও তাহাই চাই।
"সুভদ্রা জননী" নাম বার বার কর উচ্চারণ,
হীন মতি জয়দ্রথ জানুক অন্তরে—
কে বসেছে মন্দিরেতে শিবপূজা তরে !

[শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান

ঘটো। সুভদ্রা জননী—সুভদ্রা জননী—
জননী সুভদ্রা—

(জয়দ্রথ মন্দির হইতে ছুটিয়া আসিল)

জয় কে ? সুভদ্রা ! কোথায় সুভদ্রা !

ঘটো।　　নীচ পশু, নাহি জান সুভদ্রা মায়েরে ?
যে মায়ের বুকজোড়া নিধি
সাত ব্যাধে একসাথে করেছ হরণ
সেই সে সুভদ্রা মাতা বিল্বদলে শিবপূজা করে—

জয়।　　কি···কি বলিলে ! সেই সে সুভদ্রাদেবী !
রণে মৃত অভি'র জননী
জয়দ্রথ বধহেতু পণবদ্ধ পার্থের ঘরণী !—
একি সর্ব্বনাশ ! কারে নিয়োজিনু আমি শিবপূজা তরে
প্রতিহিংসা পরায়ণা শোকার্ত্তা জননী
কি প্রার্থনা করিতেছে শিবের চরণে !
সন্তান কল্যাণ !···সন্তান তার মহাশূন্যে অপেক্ষিছে
অতৃপ্ত হৃদয়ে···জয়দ্রথ শোণিত তর্পণে !
তবে কি···তবে কি ভদ্রা আমাকে ছলিয়া
আমারই মরণ লাগি···।
ওঃ···ওঃ···ছলনা···ছলনা···

সুভদ্রা।　　(ধ্যানাবেশে) সন্তান কল্যাণ !···সন্তান কল্যাণ !
হে আরাধ্য আদিদেব, হে শিব শঙ্কর,—
সাধিষ্ঠান হও তুমি আমার সম্মুখে ;—
সন্তান-মঙ্গলহেতু ব্যাকুলা জননী,
লহ তার বিল্বদল চরণে অঞ্জলী···

জয়।　　না···না···

(ছুটিয়া মন্দিরে প্রবেশ)

সুভদ্রা।　　ধ্যানসিদ্ধা সেবিকার শেষ নিবেদন,
কালি কুরুক্ষেত্র রণে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথে—

জয়।　　না…না…হবে না…হবে না তাহা,
পূজাসিদ্ধি অঞ্জলী তোমার শিবপদে অর্পিতে দিব না।

(পুষ্পপাত্র ভূমিতে নিক্ষেপ)

সুভদ্রা।　　কি করিলি…কি করিলি অবোধ সন্তান,—
নিজদোষে নিজমৃত্যু আনিলি ডাকিয়া—

জয়।　　আগুন…আগুন গ্রাসিল বুঝি…
কে রক্ষিবে…কে রক্ষিবে মোরে !

ঘটো।　　রক্ষা ! রক্ষা ! হাঃ হাঃ হাঃ।—
শিবিরে জাগিছে পার্থ তোমারে রক্ষিতে…
হাঃ হাঃ হাঃ

জয়।　　পার্থ…পার্থ—

[উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া প্রস্থান

সুভদ্রা।　　কোথা যাস্…কোথা যাস্ কালহত—
অভাগ্য সন্তান, তিনলোকে কেহ নাই রক্ষিবে যে তোরে
ফিরে আয়…ফির মৃত্যুভীত,—ফিরে আয়
জননীর অভয় অঞ্চলে—

২য় দৃশ্য

রণক্ষেত্রের একাংশ

উত্তরা, মীরা, সুভদ্রা

মীরা।　　যাহা ছিল সর্ব্বশেষ সেনাদল পাণ্ডব শিবিরে
তাও চলে গেল ! বস্ত্রাবাস যোদ্ধাহীন ;

আর তবে কার প্রতিক্ষায় ? সব গেছে !

উত্তরা। সব গেছে ? সব ?

(বিহ্বলের মত ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল)

আমারও সকল কাজ শেষ…

সবার বাহিরে আমি। তবে এখন ?

মা, মাগো, বলে দাও, কি করিব আমি ?

কী কাজ রয়েছে মোর তরে ?

সুভদ্রা। কেন মা,—সমর দেখ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে সমাগত মহাযোদ্ধা যত—

উত্তরা। সমর ! সমর ! হ্যাঁ—হ্যাঁ…

প্রতিশোধ…প্রতিশোধ রহিয়াছে বাকী !

অরাতির কুল ধ্বংস, রক্ত ধারে স্নান !

রণ রণম…হারণ করো—

(উত্তরা ছুটিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিল)

সুভদ্রা। কুসুম-কোমল বুকে নিদারুণ শোক

শেল সম বিঁধিয়াছে হায় !

কে জানে, কখন এ জ্বালার হবে নির্ব্বাণ !

উত্তরা। ধ্বংস ! ধ্বংস ! নিরন্তর ভেসে আসে

প্রলয়ের সাগর-কল্লোল ! আচ্ছন্ন আকাশ ধরা,

বাণ বৃষ্টি বিজলী ঝলকে ! পিতা কোথা ? পিতা ?

মীরা। কে—কে—ও সখি ?

কভু ভূমে…কভু নভে অপূর্ব্ব সন্ধান—

উত্তরা। কপিধ্বজ…কপিধ্বজ ! শ্রীকৃষ্ণ চালিত

অই কপিধ্বজ রথে

বিজয় গাণ্ডীবধারী আপনি ফাল্গুনী !
পিতা,—পিতা,—ধ্বংস করো, ধ্বংস করো অরি ।

মীরা ।　হাহাকার জাগিতেছে কৌরবের দলে—
মর্ম্মভেদী ওঠে আর্ত্তনাদ !

উত্তরা ।　(করতালি দিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ—
উঠিবে না ? মনে নাই, কালিকার কথা ?
আর্ত্তনাদ —আর্ত্তনাদ ! অরিকুল নির্ম্মূল হইল ।
অস্তগামী সূর্য্য অই আকাশের পটে
জয়দ্রথ-বক্ষ-রক্তে রক্তবর্ণ করিল ধারণ !
অস্তসূর্য্য ! অস্তসূর্য্য স্নান করে
শোণিত সাগরে ! অস্তমুখী-উত্তরাও
এবার নাহিবে তপ্ত-রক্ত সিন্ধুর প্লাবনে ;
আনো পিতা···রক্ত আনো···আরো রক্ত···উঃ—

(উত্তেজনা অসহ্য হইল, দুই হাতে মুখ ঢাকিল)

উত্তরা ।　উঃ—আর্ত্তনাদ,—একি আর্ত্তনাদ !
শ্বাস মোর রুদ্ধ হ'য়ে আসে—

সুভদ্রা ।　হৃদয়ের বৃত্তি মাঝে লেগেছে সংঘাত ;
নারী-আত্মা উঠিছে জাগিয়া ।
হে চির-কল্যাণময় দেব,
জ্বালা-বহ্নি নিভাইয়া দাও দয়াময়,
শান্ত করো এইবার যত উত্তেজনা,
নহে উন্মাদিনী হইবে অভাগী !—

উত্তরা ।　(স্বগত) প্রলয় ! প্রলয় ! কী ফল এ প্রলয় করিয়া !
অনর্থক কেন আর জীব-রক্তপাত ?···

[উত্তেজনায়] না, না, ধ্বংস—ধ্বংস !
প্রতিশোধ চাই আমি !
অগ্নিবাণে ভস্ম হোক্ ধরা—

মীরা। আজ আর রবে না সৃষ্টি ; সত্য আজ
ভস্ম হবে ধরা। সব্যসাচী ধরিয়াছে মহারুদ্র-রূপ।

উত্তরা। রুদ্ররূপ !···ওঃ অবসাদ—
সারা অঙ্গে অবসাদ ঘিরিল আমার ;
আর যে পারি না আমি—

(টলিতে টলিতে সম্মুখে আসিল)

উত্তরা। মা,—মা,—

সুভদ্রা। উত্তরা, দেখিলে না রণ ?

উত্তরা। শোন গো জননী,—লব আমি প্রতিশোধ,
শত্রু রক্তে করিব তর্পণ।
তবু মাগো,—চোখে আর পারি না দেখিতে !
হৃদয়ের উত্তেজনা চেয়েছিল শোণিত তর্পণ।
কিন্তু···কিন্তু···ওই আর্ত্তনাদ কোটি মানবের
ওর সাথে থেকে থেকে যেন ভেসে আসে
কার কণ্ঠস্বর—"হেথা নয়, হেথা নয়, এই পথে নয়—"

সুভদ্রা। উত্তরা,—উত্তরা,—

উত্তরা। "হেথা নয়—হেথা নয়"—বুঝি মোর
এই বুকে মাগো—

(সুভদ্রার বুকে মুখ লইয়া কাঁদিতে লাগিল)

———

তৃতীয় দৃশ্য

রণক্ষেত্র

শ্রীকৃষ্ণ ও ভীম

ভীম। জনার্দ্দন—জনার্দ্দন,—

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়বর,—

ভীম। অই হের…অই হের জনার্দ্দন,
দিবাকর অস্তাচল পাটে!
স্মরণে আকুল হই পার্থের প্রতিজ্ঞা!
রবি অস্তপূর্ব্বে যদি জয়দ্রথ হত নাহি হয়
ফাল্গুনী করিল পণ—
চিতানলে নিজদেহ করিবে অর্পণ!

শ্রীকৃষ্ণ। সে পণ কেমনে রহে সে দেখিব আমি।
বড়ই সঙ্কট কাল বিলম্ব করোনা ভাই—
ছুটে যাও সমর-উল্লাসে।

[ভীমের প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণ। বিভাবসু,—চলিয়াছ অস্তাচল পাটে।
যাও দেব,—স্মরণ রাখিয়ো শুধু,
যার রথরশ্মি আমি নিজ হাতে করেছি ধারণ
হিত তার আমিও দেখিব।

(প্রস্থান…অপর দিক হইতে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন,
শকুনি প্রভৃতির প্রবেশ)

দুঃশাসন। হের হের…অই হের দিবাকর যায় অস্তাচলে—

দুর্য্যোধন। হয় অনুমান, অর্দ্ধদণ্ড বেলা আর

নাহি অবশেষ। অর্দ্ধদণ্ড গত হলে আর
সত্য-ভ্রষ্ট হইবে ফাল্গুনী।
কৌরবের শ্রেষ্ঠ বৈরী ভস্ম হবে জ্বলন্ত চিতায়—

শকুনি। আর কেন? জয়দ্রথে এইবার
নিয়ে এস ব্যূহের বাহিরে!

দুর্য্যো। না না···যতক্ষণ সূর্য্য অস্ত পূর্ণ নাহি হয়
যতক্ষণে শেষ-রশ্মি অস্ত-তপনের
পশ্চিম দিগন্ত কোণে না হয় বিলীন—
ততক্ষণ রবে জয়দ্রথ সুরক্ষিত ব্যূহের আড়ালে;
মায়াধর গোপের নন্দন কৃষ্ণে করি না বিশ্বাস।
উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে আনিব না জয়দ্রথে ব্যূহের বাহিরে
সূর্য্য আগে অস্ত হয়ে যাক্।

[সকলের প্রস্থান

(পর্ব্বত চূড়ায় শ্রীকৃষ্ণ)

শ্রীকৃষ্ণ। সূর্য্য অস্ত! সূর্য্য অস্ত নাহি হতে
আসিবে না জয়দ্রথ ব্যূহের বাহিরে!
হে তপন, নিয়ম-তান্ত্রিক তুমি প্রকৃতির দাস—
যোগবলে করি তব রথ চক্রগ্রাস
কর্ত্তব্য বিচ্যুতি তব ঘটাতে চাহি না।
কিন্তু তবু শুন দিবাকর,—
অধর্ম্ম করিতে নাশ কুরুক্ষেত্রে অশ্ব-বল্গা করেছি ধারণ-
অধর্ম্ম করিতে নাশ তোমার রক্তিম ঠাম
মায়া-মুগ্ধ-বিশ্ব হতে করি আচ্ছাদন।
অপরাধ লয়ো না তপন; সুদর্শন—সুদর্শন—

(সূর্য্য কালো ছায়ায় ঢাকিয়া গেল)

(শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান ; অপর দিক হইতে দুর্য্যোধনাদির পুনঃ প্রবেশ)

দুর্য্যো। এ কি ! কী হেতু এ অন্ধকার ?

দুঃশা। সূর্য্য অস্ত ! সূর্য্য অস্ত ! হাঃ হাঃ হাঃ

শকুনি। সূর্য্য অস্ত ! তাই তো !
কিন্তু মনে হয়, বড় অকস্মাৎ !
কোন ফাঁকে ধাক্ করে ডুবিল তপন !

দুর্য্যো। যাও যাও দুঃশাসন, এইবারে
সিন্ধুরাজে নিয়ে এস ব্যূহের বাহিরে।
স্বচক্ষে দেখুক আসি পার্থের মরণ—

[দুঃশাসনের প্রস্থান

শকুনি। পার্থের মরণ ! পার্থের মরণ ! হাঃ হাঃ হাঃ

(জয়দ্রথকে লইয়া দুঃশাসনের প্রবেশ ;

দুর্য্যো। এসো…এসো সিন্ধুরাজ…চলে এসো নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
এইবার অর্জ্জুনের বহ্নি মাঝে আত্ম-বিসর্জ্জন।

জয়। কোথায় অর্জ্জুন ? কোথায় সে দাম্ভিক পাণ্ডব,
করিল যে আস্ফালন জয়দ্রথে বধিবে বলিয়া ?
কোথায় সে কৃষ্ণ-সখা পরম মায়াবী ?
মহারাজ, প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল কি তারা !

(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পর্ব্বত চূড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। জয়দ্রথ,—একান্ত অধীর প্রাণে
স্মরিলে মোদের ; দেখ তবে মৃত্যুকালে
একসাথে কেশব অর্জ্জুনে।
সখা, বিলম্ব কি হেতু আর ?
গাণ্ডীবে আরোপ করো ত্বরা মৃত্যুবাণ—

দুর্য্যো। আরে আরে নীচাত্মা যাদব,—
নির্ল্লজ্জ ভীরুর সম যুদ্ধ-নীতি দিবি বিসর্জ্জন!
অস্তগত দিবাকর…পণ-ভ্রষ্ট হয়েছে অর্জ্জুন—

শ্রীকৃষ্ণ। কে বলে রে অস্তগত দেব দিবাকর?
মৃত্যুগামী পতঙ্গের হেরিয়া উল্লাস
কৃষ্ণ-মেঘ-আবরণে লুকায়ে বদন
জয়দ্রথ-ভাগ্য-রবি ক্ষণিক হাসিল শুধু
বিদ্রূপের হাসি। অই অই হের পুনর্ব্বার
রক্তরবি অস্তাচল চূড়ে—

[কৃষ্ণ-আবরণ অপসারিত হইল]

জয়। একি সর্ব্বনাশ! রবি নহে অস্তগত! কি করি উপায়।—

দুঃশা। পালাও—পালাও—

[জয়দ্রথের প্রস্থান

অর্জ্জুন। কোথা যাবি রে তস্কর,—ফাল্গুনীর কবল হইতে?
অভিমন্যু-আত্মা অই মহাশূন্যে অপেক্ষিছে আকুল তৃষায়—
তর্পণ করাবো তারে ওরে সিন্ধুসুত,
তোর বক্ষ রক্ত দিয়া অজস্র ধারায়—

(বাণক্ষেপ; সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য অস্তপাটে বিলীন হইল। স্তিমিত আলোকে দেখা গেল ঘটোৎকচ দুই হাতে রক্ত মাখিয়া অট্টহাস্য করিতেছে)

ঘটো। হাঃ হাঃ হাঃ—প্রতিশোধ…প্রতিশোধ!
তাজা রক্ত পান করি তাথৈ তাথৈ নাচি রাক্ষসী নাচন।
নিয়ে যাই…নিয়ে যাই তাজা রক্ত গণ্ডুষে পূরিয়া;
উত্তরা মায়ের আজ রাঙা হোলী খেলা!

রাঙা রক্ত মায়ের ললাটে কী সুন্দর মানাইবে।

ঠিক যেন সিন্দুরের—

(সহসা মনে পড়িল উত্তরা ললাটে আর সিন্দুর পরিবে না।
ঘটোৎকচ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল)

ওঃ, কৃষ্ণ ··কৃষ্ণ···

চতুর্থ দৃশ্য

বনপথ

ধরিত্রীর গীত

ড্রিমি ড্রিমি ড্রিমি মেঘ মৃদঙ্গ
ঝর্ঝর ঝর ধারার ঝরণা
ভিজিছে মাতিয়া রাতি-উলঙ্গ।
চকিতে চপলা অতি চমকি চমকি ওঠে
রনন ঝনন বোলে গহন কানন লোটে,
প্রলয় খেলিছে ভুবনে ভুবনে
গগন হারাল আলোক সঙ্গ !
হাহা করে' হাহাকারে হাঁকে ক্ষ্যাপা বায়ু
থর থর কাঁপে ধরা নাহি যেন আয়ু !
কে পথিক, কোথা যাও, গেল জীবনের বেলা—
দিকে দিকে কায়াহীন কালো ছায়া করে খেলা।
কাঁদিছে সৃষ্টি হাসে অদৃষ্ট
মরণ-কুহকে ছোটে তুরঙ্গ।

(প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও ঘটোৎকচের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। বৎস ঘটোৎকচ,—

ঘটো। হে কৃষ্ণ,—তোমারে ত্রিলোকে কহে
বাথাহারী শ্রীমধুসূদন।
সবার বেদনা যদি নাশিতে সক্ষম—
তুমি কি জান না তবে ঘটোৎকচ অন্তর-বেদন!
অনার্য্য বলিয়া মোরে তুমিও কি উপেক্ষায়
ফিরালে নয়ন! ডাকিলে না কুরুক্ষেত্রে—
অভিমন্যে রক্ষা করি, দিতে বিসর্জ্জন
মূল্যহীন…কীর্ত্তিহীন…অভিশপ্ত জীবন আমার!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়বর,—

ঘটো। তাজা রক্ত…তাজা রক্ত অরাতির
এই হের এনেছি গণ্ডুষে! কিন্তু কৃষ্ণ,—
মায়ের ললাটে আর পরিবে না রক্তিম সিন্দুর;
মুছে গেছে…মুছে গেছে…
চির তরে মুছেছে সিন্দুর!
এ রাঙা শোণিতে আর কী করিব তবে?
মৃত্যু দাও…মৃত্যু দাও হতভাগা বনের রাক্ষসে—

(অদম্য বেদনায় ও অভিমানে কঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল…শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানস্তিমিত নেত্রে সেইপথে চাহিলেন; তাঁহার কণ্ঠেও অশ্রুর কম্পন)

শ্রীকৃষ্ণ। মৃত্যু চাও! মৃত্যু চাও তুমি ঘটোৎকচ?
যাও বীর,—মহামৃত্যু তব তরে আছে প্রতীক্ষায়।
কর্ণের আয়ত্বাধীন একাঘ্নী শায়ক হতে রক্ষিয়া অর্জ্জুনে—
বীরের বাঞ্ছিত মৃত্যু যথাকালে করিও গ্রহণ।

পঞ্চম দৃশ্য

নদীপুলিন; শীতের কুয়াসার মত অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক রহস্যময় বলিয়া বোধ হয়; বহুদূর হইতে একটী করুণ রাগিণী ভাসিয়া আসিতেছে।

অর্জ্জুন, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ

অর্জ্জুন। কী আশ্চর্য্য,—এখানেও নাহিত উত্তরা
কোথায় সে গেল তবে?

দ্রৌপদী। কোথা গেল! কোথা গেল উত্তরা আমার!

(ফুলসাজে সজ্জিতা উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। এই যে এসেছি মাগো,—কেন আকুলতা?
কেন চোখে নামে জলধারা?
আজ যে আমার বড় আনন্দের দিন,—
চির আকাঙ্ক্ষিত! হাসো, হাসো,
অই দুটি ওষ্ঠ কোণে মাগো, ঝরুক প্রসন্ন হাসি।
অশ্রুজলে এ দিনের কোরো না মলিন।

(দ্রৌপদী কিছু বুঝিতে পারিলেন না; কেবল নীরবে সুভদ্রার পানে চাহিলেন)

দ্রৌপদী। ভদ্রা,—

(উত্তরা সুভদ্রার নিকটে গেল)

উত্তরা। মাগো,—দেখ আমি কেমন সেজেছি!
ফুল হার, ফুল আভরণ,
ফুল-রেণু মাখা সারা গায়।
কী আশ্চর্য্য মাগো! কাননে নাহিক আর ফুল,
সব তুলে সাজিয়াছি;
তবু কেন সর্ব্ব অঙ্গ সঙ্কোচে মরিছে!
যেন কত লজ্জা, কত ভয়! বারম্বার কানে কানে কয়,-

"ওরে, তার যোগ্য হয় নাই মোটে,—
ছিঃ ছিঃ, কত ত্রুটি, কত অপরাধ!"
কী করি বল তো মোরে?

সুভদ্রা। কী বলিস্? কী বলিস্ তুই? উত্তরা,—

উত্তরা। এখনো বলিতে হবে? বোঝ নাই তুমি—
আশ্চর্য্য! কেহ নয়? শোন তবে,
তোমারে বলিব সঙ্গোপনে।
আজ আসিয়াছে দেবি,—
প্রিয়-মিলনের শুভলগ্ন মোর!
ডাকিছেন প্রিয়তম; দুয়ারে দাঁড়ায়ে তাঁর রথ!
না না···ফিরায়ো না মুখ,
সত্য বলি আসিয়াছে রথ।
ওই—ওই শোনো···ডাকেন আমারে।
মাগো,—এবার চলিনু তবে—

(উত্তরা অর্জ্জুনের কাছে গেল)

পিতা, তুমি কেন অমন বসিয়া?
কথা কও···কথা কও···পিতা,—

অর্জ্জুন। কতো রিক্ত, কতো দীন,—ওরে,
আজ আমি কতো অসহায়—
সে কি তোর রয়েছে অজ্ঞাত?
কেন—কেন যাবি?—কোথা যাবি মোদের ছাড়িয়া?

উত্তরা। কেঁদো না···কেঁদো না আর!
এই দেখ, আমারও এসেছে চোখে জল!
এই ধরণীরে আমি বাসিতাম ভালো,

এর ফুল, এর পাতা, এর নদী জল,
পশু, পাখী, নর, নারী, যত কিছু এর
সব ভালো…সব ভালো লাগিত আমার—

অর্জ্জুন। তবে? তবে কেন যাবি?

উত্তরা। কী করিব? সে চলিয়া গেছে,—
আর তো এখানে থাকা চলে না আমার!
মুছে ফেল আঁখিজল। যাবো ব'লে ভুলিতে কি পারি?
এই হারাবার ব্যথা—
নিশিথ রাতের ঘুম যদি ভেঙ্গে দেয়—
বাতায়ন খুলে দিও; দেখিও চাহিয়া
দূর ছায়া-পথে বসি তোমার স্মরণে
কতো অশ্রু ঢালিতেছি তারায় তারায়!
চলিনু এবার;—বিদায়…বিদায়,—
(শ্রীকৃষ্ণকে) তোমার আশিস দাও—

অর্জ্জুন। শান্তি রাজ্য—শান্তি রাজ্য করিব স্থাপন!
বংশের প্রথম পুত্র সমর-নিহত,—
পুত্রবধূ পশিছে চিতায়,—
একা র'ব শ্মশান-ভারতে
শান্তিরাজ্য করিতে স্থাপন!
হে কেশব,—দেখ মোর শান্তিরাজ্য হয়েছে সূচনা!

শ্রীকৃষ্ণ। স্থির হও হে ফাল্গুনি,—সর্ব্ব শঙ্কা ত্যজ!
কৃষ্ণা, সখি,—নীরব কি হেতু?
কি বলিবে বল উত্তরারে—

দ্রৌপদী। উত্তরা, এ যে অসম্ভব!—

উত্তরা। অসম্ভব! কী?—

দ্রৌপদী। ভদ্রা,—

সুভদ্রা। চিতানলে কেমনে উত্তরা, প্রবেশ করিবে তুমি?

উত্তরা। এই কথা? দেখিও জননী,

যেমন শঙ্কিত-পদে নব-পরিণীতা

বাসর-শয়নে যায়; ওষ্ঠে মৃদু হাসির কম্পন—

যেরূপ শুনেছ—

সুভদ্রা। ওরে—পাগলিনী,—সেকথা বলিনি আমি—

উত্তরা। তবে?

সুভদ্রা। আজ আর তনুত্যাগ ইচ্ছাধীন নহেক তোমার—

উত্তরা। ইচ্ছাধীন নহেক আমার!—

সুভদ্রা। এ তনু একার নহে—

উত্তরা। একার নহে!

সুভদ্রা। ভুলিয়াছ উন্মাদিনী,—এই বুকে তোর—

উত্তরা। এই বুকে মোর—

সুভদ্রা। সন্তান! পাণ্ডুবংশধর!···তাহার পালনে

অবশ্য করিতে হবে দেহ রক্ষা মাতা—!

অর্জ্জুন। সত্য! সত্য! সন্তান! সন্তান!

তার ছায়া...তারই প্রতিকৃতি! আমার অভির শিশু!—

(উত্তরা অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল···সমস্ত চেতনা তাহার

কোন দূর দূরান্তরে যেন ছুটিয়া গিয়াছে।)

দ্রৌপদী। উত্তরা! উত্তরা!—

একি! ভদ্রা, কি করিবি কর্ বোন্—

কেমন চাহিয়া আছে মাতা! উত্তরা,—উত্তরা,—

উত্তরা। উঃ মাগো—

সুভদ্রা। শোনো শোনো মা আমার,—
শুধু নারী নহ, আজ যে জননী তুমি।
এই বুকে সৃজন-আকুল
জাগে এক মাতৃ-আত্মা!—

অর্জুন। সন্তান! সন্তান! তারই ছবি—তারই নবরূপ!
সেই শ্যাম অভিরাম তনু,—
নিখিলের মায়া-ভরা নীলাব্জ সে যুগল নয়ন!
আমার অভি'র শিশু॥
বহুদূরে অন্ধকার গভীর গহ্বরে—
জ্বলিয়া উঠিল ও কি আশার আলোক!
অনাগত ভারতের মানচিত্রখানি
সহসা উজ্জ্বল করি....ক আসেরে তরুণ নায়ক!
অভি'র নন্দন! ওরে, শান্তি রাজ্যে রাজা
মোর অভি'র নন্দন! উত্তরা,—উত্তরা,—
রে জননী,—আমার মিনতি রাখ্!
সমস্ত জীবন ব্যাপী যতেক সাধনা
নিমেষে বিফল করি অন্তর্দ্ধান হয়ে যাবি তুই!
না—না,—দিব না ..দিব না তোরে যেতে!

দ্রৌপদী। উত্তরা—! উত্তরা!

উত্তরা। মা, মাগো, তুচ্ছ আমি, অতি ক্ষুদ্র শকতি আমার,
আমি যে পারি না মাগো,—এত আমি পারি না জননী-

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু মাগো, নব যুগ চাহিছে তোমারে;
তাহার আহ্বান উপেক্ষা করিবে তুমি?—

উত্তরা। [অদম্য উচ্ছ্বাসে]
নব যুগ! হে নিষ্ঠুর, আবার বলিছ নবযুগ!
যুগান্তর রথ-চক্র তব,—
আমার এ নারী-বক্ষ নিষ্পেষিত বিদলিত করি
চালায়েছ ঘর্ঘর আরাবে;
আনিয়াছ ভারতের শুভ যুগান্তর—
কোন্ মূল্য—কোন্ মূল্য বিনিময়ে বলো তো গোবিন্দ?
নবযুগ! নবযুগ!
জীবন নিয়েছ কেড়ে, মরণেরে করেছি সম্বল,
সে মরণে বাধা দাও কোন্ অধিকারে?
[হঠাৎ কাঁদিয়া] হে দয়াল, হে মধুর-নিখিল-বল্লভ,—
আমারে করিলে তুমি কাঙালিনী—

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা,—মাতা,—আর অশ্রু ফেলিও না!
যত জ্বালা—তোর কণ্ঠে হোক্ পুষ্পমালা!

উত্তরা। [আত্ম সম্বরণ করিয়া] না, না—আমি যাবো;
পারিব না হেথা আর মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে।

(সম্মুখে অগ্রসর হইল)

সুভদ্রা। কোথা যাস্—কোথা যাস তুই?—

উত্তরা। [চলিতে চলিতে] লোকান্তরে···অভি'র মিলনে—

শ্রীকৃষ্ণ। লোকান্তরে!···ওরে পাগলিনী,—
যে সন্তান তোর বুকে ধ্যান-নিদ্রাগত
বাহিরে প্রকাশ লাগি—
এই ধরণীতে রহি তারই মাঝে দেখিবি অভি'রে।

উত্তরা। অভি'র স্বপন কায়া!

কে সে অনাগত শিশু চির-ঘনো-রহস্য-আবৃত—
যার মাঝে জাগিবে আমার সাধনার দেবমূর্ত্তিখানি!
না,—না,—চিনি না, জানি না আমি তারে—

(পুনঃ অগ্রসর হইল)

অর্জ্জুন। ওই—ধরো—ধরো,—
আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল পলাতকা!
ওরে, ফিরে আয়—ফিরে আয়,—

উত্তরা। বিদায়—বিদায়—

(উত্তরা ধীরে ধীরে দূর রহস্য-লোকের পানে অগ্রসর হইতেছিল। পশ্চাতে অন্ধকারের বুক ভাঙিয়া কোন অনাগত শিশু যেন কাঁদিয়া উঠিল! তাহার ক্রন্দন সুরের কম্পনে উদ্বেল হইল)

অনাগতের গীত

আলোর ছেলে একলা শুনি
কালো রাতের চরণ-ধ্বনি,
চল্ ফিরে চল্ আলোর দেশে
মা জননী···মা জননী।

(উত্তরা সেই গান শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইল ;
পুনঃ অগ্রসর হইলে গীত জাগিল)

গীত

অন্ধকারে দাও ছুটিয়ে মা—
প্রভাত-কমল দাও ফুটিয়ে মা।
দাওগো ভালবাসার আলো
দাও হৃদয়ে পরশ-মণি'-
চল্ ফিরে চল্ আলোর দেশে
মা জননী, মা জননী।

উত্তরা — একি। একি হল! মুক্ত বিহঙ্গিনী আমি—
কে আমারে বাঁধিলি মায়াবী!
না না যা—যা…

গীত

দাওগো ভালবাসার আলো
দাও হৃদয়ে পরশ-মণি
ম জননী মা জননী মা জননী মা জননী।

(ধোঁয়াসা কাটিয়া স্বচ্ছ আলোকবন্যা উত্তরার চোখে মুখে আসিয়া পড়িল
অপরূপ মাতৃত্বের আভায় তাহার মূর্ত্তিকে
মহিমাময়ী করিয়া তুলিল)

উত্তরা — অজস্র আলোক বন্য,
তার মাঝে একি কণ্ঠস্বর!
কে বাড়াল অই দু'খানি মৃণাল বাহু!
ওযে সেই ওষ্ঠ…সে কালো নয়ন দুটি।
চিনেছি…চিনেছি তোরে—
সন্তান! সন্তান!
ওরে শিশু…ওরে মোর স্বপন-দুলাল,
কোলে আয়…বুকে আয়—

(স্বপ্ন-শিশুকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ-উন্মাদনায় উত্তরা মূৰ্চ্ছিতা
। সুভদ্রা দ্রৌপদী তাহাকে ধরিলেন)

—যবনিকা—